শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 April, 2021 ■ আগরতলা, ২১ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৭ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা শহরে আনন্দময়ী কালীবাড়িতে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে কুমারী মায়ের পুজা হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

করোনার প্রকোপ ঃ কাল থেকে পুর নিগম এলাকায় নাইট কারফিউ

স্থগিত রাখা হল জেআরবিটির গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। হঠাৎ করে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধিতে বিশেষত পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার নাইট কারফিউ জারী করার চিন্তা ভাবনা করছে। করোনা মোকাবিলা নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারী বাসভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মূলত মন্ত্রিসভা রাজ্যের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে। তাতে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নাইট কারফিউ জারী করা অত্যন্ত জরুরী বলে গুরুত্ব পেয়েছে।

সূত্রের খবর আগামী বৃহস্পতিবার থেকে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নৈশকালীন কারফিউ জারী করা হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসভা এবং র‍্যালী করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। সূত্রের দাবি, খোলা আকাশের নীচে ২০০ জন এবং হল কিংবা কমিউনিটি সেন্টারে সর্বোচ্চ ১০০ জন একত্রিত হতে পারবেন। সিনেমা হলে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ দর্শককে বিনোদনের অনুমতি দেয়া হবে। সূত্রের বক্তব্য, বিবাহ কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে ১০০ জন এবং শেষকৃত্যে ২০ জনকে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

রাজ্যে নতুন করে ৬০ জন করোনা আক্রান্ত

এদিকে, আগামীদিনে রাজ্যে সমস্ত পরীক্ষা বাতিলের পথে এগিয়েছে। করোনা পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ায় জেআরবিটির পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষার সূচি নির্ধারিত ছিল। এদিকে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার প্রস্তুতি ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরে সেখানে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা।

সভায় প্রধান সচিব কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে খোঁজখবর নেন। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং ভেন্টিলেটরের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতেও যাতে কোনও সঙ্কট দেখা না দেয় সেই বিষয়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে সুচারুভাবে হয় তার জন্য খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনার পর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি প্রধান সচিব জানান, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফের কোনওরকম সঙ্কট যাতে না হয় তা নিশ্চিত রাখতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় অর্থনৈতিক কোনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে ২.৫৯-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ১,৭৬১ জনের

বিভিন্ন রাজ্যে নষ্ট হয়েছে টিকার ৪৪ লক্ষেরও বেশি ডোজ

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।। খানিকটা কমলেও, রেকর্ড উচ্চতাতেই রয়েছে ভারতের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৭০ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১,৭৬১ জনের। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২,৫৯, ১৭০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১,৭৬১ জনের প্রাণ।

ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২০.৩১-লক্ষের (১৩.২৬ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৬১ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৩১,০৮,৫৮২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে সুস্থতার হার ৮৫.৫৬ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ২,৫৯,১৭০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৫৩,২১,০৮৯-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,৭৬১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮০,৫৩০ জন।

মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৭৭ জন (১৩.২৬ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ১,০২,৬৪৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১২ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ হাজার ১১৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩২,৭৬,৫৫৫ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশে। করোনা সংক্রমণ যত বাড়ছে ততই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসন্তী পূজায় মহা অষ্ঠমীতে কুমারী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। আজ মহাঅষ্টমী। আগরতলা দুর্গাবাড়িতে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অষ্টমী তিথিতে দেবী বাসন্তীর পূজা হয়।করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও রাজধানী আগরতলা শহরের দূর্গা বাড়িসহ সর্বত্র মহা অষ্টমী তিথিতে ভাবগম্ভীর পরিবেশে বাসন্তী দেবী পূজিত হন। শহরে আনন্দময়ী কালীবাড়িতে কুমারী মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অষ্টমী তিথিতে দুর্গা বাড়িতে পূণ্যার্থীদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবেই এদিন পূজার্চনা হয়। দুর্গাবাড়ি মন্দিরে আজকের দিনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তেমন কোন চিত্র পরিলক্ষিত হয়নি। ভক্ত প্রাণ মানুষ অষ্টমী তিথিতে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য ভিড় করেন। ধর্মীয় স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দুর্গা বাড়িতে মঙ্গলবার অষ্টমী তিথিতে পূজা চলাকালে যেভাবে ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মন্দিরের পুরোহিত জানান সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পূজার্চনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ঃ ৭ নির্বাহী সদস্যকে নিয়ে সিইএম পদে শপথ নিলেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া

আগরতলা, ২০ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি-তে মুখ্য কার্যনির্বাহী পদে আজ শপথ নিলেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া। সাথে তাঁর পারিষদ-ও শপথ নিয়েছে। এদিন ৭ জন নির্বাহী সদস্য তাঁর সাথে সপথ নিয়েছেন। তবে, দফতর বন্টন আজ হয়নি। সূত্রের খবর, তিপ্রা মথা প্রধান প্রদ্যুত কিশোর দফতর বন্টন নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন।

আজ রাজ্যপাল নিযুক্ত প্রশাসক জি কে রাও মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং নির্বাহী সদস্য-দের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। মুখ্য কার্যনির্বাহী পদে পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া ছাড়া সুহেল দেববর্মা, ডলি রিয়াং, রাজেশ ত্রিপুরা, ভবরঞ্জন রিয়াং, অনিমেষ দেববর্মা, চিত্তরঞ্জন দেববর্মা এবং কমল কলই নির্বাহী সদস্য পদে শপথ নিয়েছেন।

এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী পিয়ুষ কান্তি বিশ্বাস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

আসামের অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার ধর্মনগরে, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পুলিশ ও আসাম পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল অপহৃত নাবালিকা কন্যা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত প্রায় দেড় বৎসর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ ফেসবুকের মাধ্যমে ধর্মনগর শহরের কলেজ রোডের বাসিন্দা বিশ্ব দেবনাথের পরিচয় হয় আসামের কামরূপ জেলার হাবিগঞ্জ থানাধীন এলাকার এক নাবালিকা কন্যার সাথে।

তারপর ফেসবুকের মাধ্যমেই চলতে থাকে ভালোবাসা বিনিময়।জানা যায় এই অনলাইন সম্পর্ক চলাকালীন দেড় বছরের মধ্যে তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় মাত্র দুই দিন।যা নিজের মুখে স্বীকার করল অভিযুক্ত। ধর্মনগরের কলেজ রোডের বাসিন্দা বিশ্ব দেবনাথ। সে কর্মসূত্রে বহুদিন যাবত ব্যাঙ্গালোরে ছিল।ওইখান থেকেই ফেসবুকের মাধ্যমে শুরু হয় ওদের ভালোবাসা।সেই নাবালিকা মেয়ের সাথে ভালোবাসা পরিণত হয় বৈবাহিক সম্পর্কে।গত চার দিন আগে অভিযুক্ত বিশ্ব দেবনাথ ধর্মনগর থেকে আসামে গোহাটির কামরূপ জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় মেয়েটিকে ধর্মনগরে নিয়ে আসার জন্য।

অনলাইন সম্পর্কের জেরে অবুঝ নাবালিকা মেয়ে চলে আসে ওই ছেলের সাথে।নাবালিকা মেয়ের মার বক্তব্য অনুযায়ী গত চারদিন আগে ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সেই নাবালিকা কন্যা।তারপর আর ঘরে ফিরে আসেনি।শুরু হয় খোজাখুজি।তার পর বাধ্য হয়ে মেয়ের পরিবারের পক্ষয থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে সাতদিনের লকডাউন করোনায় নতুন আক্রান্ত ৯১ জন

আগরতলা, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধিতে মিজোরামে সাতদিনের জন্য কার্যত লকডাউন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মধ্যরাতে ওই আদেশ জারি করা হয়েছে। তাতে সাফ বলা হয়েছে, ২৬ এপ্রিল ভোর চারটা পর্যন্ত আইজল পুর এলাকা এবং সমস্ত জেলা সদরের বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। আদেশানুসারে আন্তঃরাজ্য পরিবহণে স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। মঙ্গলবার ভোর চারটা থেকে এই আদেশ কার্যকর হয়েছে।

আজ থেকে সপ্তাহব্যাপী মিজোরামে এ-সমস্ত এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্ক, পিকনিক স্থল, পর্যটন স্থল, সিনেমা হল, জিম, রেস্টুরেন্ট এবং শপিং কমপ্লেক্স বন্ধ থাকবে। তবে বিবাহ কিংবা শেষকৃত্যে ৩০ জনকে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিবাহবার্ষিকী কিংবা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বহিঃরাজ্য ফেরত সকলের সাত দিনের জন্য বাধ্যতামূলক বাড়িতে আইসোলেসনে থাকতে হবে। তবে বিদেশ ফেরত সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টায় মিজোরামে নতুন করে ৯১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে করোনা-র টিকা দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন এমন এক ব্যক্তিও সংক্রমিত হয়েছেন। বর্তমানে মিজোরামে ৪৩৭ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটি রেস্টুরেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই দুইটি রেস্টুরেন্ট। ঘটনা সোমবার রাত প্রায় আনুমানিক বারোটায় উদয়পুর মাতারবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। অল্পের জন্য এদিন রক্ষা পায় পার্শবর্তী বহু দোকান সহ ও বাড়িঘর। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার রাত আনুমানিক বারোটায় স্থানীয় লোকজনরা মাতারবাড়ি মন্দির সংলগ্ন এলাকার দুইটি রেস্টুরেন্টে আগুন দেখতে পান।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে।খবর দেওয়া হয় উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। যদিও আগুনের লেলিহান শিখায় দুটি রেষ্টুরেন্ট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে সময় মত অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে না আসলে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাকাতো ভাইকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার দায়ে কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ এপ্রিল।। কাকাতো ভাইকে ছুরিকাঘাত এর অপরাধে আসামি সাব্যস্ত করে বিশালগড় অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত কারাবাসের সাজা ঘোষণা করে। জানা যায় ১১/০৯/২০১৪ সালে বিকাল ৪ঃ৩০ মিনিট নাগাদ পারিবারিক ঝামেলা কে কেন্দ্র করে চন্দন অধিকারী তার কাকাতো ভাই গৌতম অধিকারী কে ছুরি দিয়ে আঘাত করে এবং গৌতম অধিকারী রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলা নম্বর হল ৭০/২০১৪। দীর্ঘ সময়ের পর বিশালগড় অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত অভিযুক্ত চন্দন অধিকারী কে দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৪৭ এর তিন বছর, ৩২৬ এর দশ বছর এবং ৩০৭ ধারায় আরও ১০ বছর জেল এবং ১০,০০০ টাকা সহ সাজা ঘোষণা করে অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেলের সাজা ঘোষণা করে।সরকারপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করে এডভোকেট জ্যোতিপ্রকাশ দাস।

কুমারঘাটে নাবালিকা ধর্ষিতা গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। অপরাধের গ্রাফ ক্রমশ উর্ধমুখী ত্রিপুরায়।নারী নির্যাতন,নারী ধর্ষনের মতো ঘটনার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হচ্ছে রাজ্যে।বেড়ে চলেছে শিশু ধর্ষনের ঘটনাও। মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার ৩৬ মাইল এলাকায় এক শিশু কন্যা ধর্ষনের রেশ কেটে ওঠার আগেই কুমারঘাট থানাধীন নতুনবাজার এলাকায় ধর্ষণের শিকার পাঁচ বছর বয়সী আরো এক কন্যা শিশু।অভিযুক্ত গ্রামেরই এক নাবালক।

এনিয়ে কুমারঘাট থানায় ধর্ষিতার পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হলে কুমারঘাট থানার পুলিশ সুনিদৃষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে আটক করেছে।ঘটনার বিবরনে জানা গেছে ধর্ষিতার বাড়িতে এসে খেলার ছলে গোয়াল ঘড়ে নিয়ে গিয়ে তার উপর পাশবিক লালশা চরিতার্থ করে প্রতিবেশি নাবালক। ঘরে ফিরে শারিরিক অসুস্থতা বোধ করলে শিশুটি পুরো ঘটনা তার মাকে বলে।সাথে সাথেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় লকডাউন নয়, বিধি মেনে চলায় জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা মোকাবিলায় লকডাউন নয়, মাইক্রো কনটেইনমেন্ট জোন ও করোনা বিধি মেনে চলার উপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানালেন, লকডাউন এখন কোনও বিকল্প নয়। মানুষের জীবন ও জীবিকা দুটি বিষয়ের কথাই মাথায় রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "আমরা সকলে যদি কোভিড প্রটোকল মেনে চলি, সহিষ্ণুতা ও সংযম বজায় রাখি, বিনা কারণে বাড়ি থেকে না বেরোই তা লকডাউনের প্রশ্নই নেই। আমি আমার তরুণ বন্ধুদের বলব তাঁরা যেন এই ব্যাপারটা সামাজিক মিশনের মত গ্রহণ করেন। পরিবারের সদস্যদের পরিজনদের তাঁরা যেন বোঝান যে বিনা কাজে, বিনা প্রয়োজনে কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়।"

দেশে বাড়ছে করোনাভাইরাস সংক্রমণ। গত কয়েকদিনে লাগাতার নয়া আক্রান্তের সংখ্যা দু"লাখের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। মহারাষ্ট্রও সেই পথে হাঁটার কথা ভাবছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণেপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে দেশ আজ বড় যুদ্ধ করছে। কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল। তারপর করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। আপনারা যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তা জানি। পরিবারের সদস্যদের মতো আপনাদের সঙ্গে আমি আছি। দেশবাসীকে সাহস জুগিয়ে তিনি বলেন, ভয় পাওয়ার কারণ নেই। অযথা যাতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, মানুষকে আরও সতর্ক আরও সচেতন হতে হবে। রাম নবমী আসছে, রমজান মাস চলছে। রাম নবমীতে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মেনে সংযম রাখতে হবে। রমজানও সহিষ্ণুতা ও সংযমের কথাই বলে।

এদিন, চিকিৎসক, পুলিশ, সাফাইকর্মীদের প্রশংসা করলেন। নিজের পরিবারের কথা না ভেবে যেভাবে সমাজের জন্য কাজ করছেন, তা প্রশংসনীয়।

এদিন তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, গত কয়েকদিনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা দ্রুতগতিতে পরিস্থিতির উন্নতি করবে। এবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়েছে। সেই বিষয়টি সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্র কাজ করছে।

এদিন তিনি জানান, এবার করোনার সংক্রমণ বাড়তে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির তুলনায় বাড়ানো হচ্ছে উৎপাদন। সেইসঙ্গে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কাজ চলছে। কয়েকটি জায়গায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সেখানে বড় আকারে করোনা হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।

এদিনের ভাষণে টিকা প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৮৭ ◘ ২১ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ৭ বৈশাখ ◘ বুধবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ধর্মীয় ভাবাবেগ

ধর্মীয় ভাবাবেগ যেকোনো সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে। এ বিষয়ে এ বিষয়ে সরকার এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন শেষ পর্যন্ত বলিলেনই, এত বিলম্বে বলিলেন কেন? কুম্ভমেলা প্রসঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রশ্নটি করা সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী সন্ন্যাসী ও অন্য ভক্তদের নিকট 'অনুরোধ' করিয়াছেন, তাঁহারা যেন হরিদ্বারের কুম্ভকে প্রতীকী রূপে উদ্‌যাপন করেন। তাঁহার অনুরোধে কাজও হইয়াছে।দুইটি আখড়া ব্যতীত আর সকলেই মেলা ফুরাইবার পূর্বেই হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন, বা করিতে প্রস্তুত। দেশবাসীর উপর, অন্তত যাঁহারা কুম্ভমেলায় যান তাঁহাদের উপর প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব আছে। প্রধানমন্ত্রী ও বোধ করি তাহা জানেন। তাহা হইলে তিনি এত দিন অপেক্ষা করিলেন কেন? কুম্ভমেলা ভারতের সর্ববৃহৎ 'সুপারস্প্রেডার' হইয়া উঠিতে পারে, এই সম্ভাবনাটিকে বহু পূর্বেই বিনষ্ট করা যাইত, যদি প্রধানমন্ত্রী মেলা শুরু হইবার পূর্বেই এই কথাটি বলিতেন। এমন নহে যে, মার্চ মাসের প্রথমার্ধে যখন হরিদ্বারে মেলার সূচনা হইতেছিল, অথবা তাহারও পূর্বে যখন এই মেলার পরিকল্পনা হইতেছিল, তখন কোভিড-এর বিপদের কথা জানা ছিল না। কুম্ভমেলা পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ। এই মেলা আয়োজিত হইতে দিলে কোনও নিয়ন্ত্রণই যে বজায় রাখা সম্ভব হইবে না, তাহাও অজ্ঞাত থাকিবার কারণ নাই। তবুও মেলার আয়োজন বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও আপত্তি করেন নাই। একের পর এক ক্ষমতাসীন রাজনীতিক যখন কম্বুকণ্ঠে জানাইয়াছেন যে, যাহাই ঘটুক না কেন, মেলা বন্ধ হইবে না তখনও তাঁহারা রা কাড়েন নাই। দেশবাসী জানিতে চাহিতে পারে যে, কেন?

ধর্মীয় সমাবেশ হইতে যে বিপজ্জনক ভাবে কোভিড ছড়াইতে পারে, এই কথাটি নূতন কিছু নহে। বস্তুত, এক বৎসর পূর্বে দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিগি জামাতের একটি সমাবেশ হইয়াছিল। সেই সমাবেশ হইতে কোভিড ছড়াইতেছে বস্তুত, তাহার আয়োজক ও অংশগ্রাহীরা সজ্ঞানে কোভিড ছড়াইয়া বেড়াইতেছেন এই মর্মে ভয়ঙ্কর প্রচার চালাইয়াছিল আইটি সেল। কর্তারা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করিয়া ছিলেন, মুখ ফুটিয়া বলেন নাই যে, রোগ সংক্রমণের পিছনে কোনও একটি সম্প্রদায়কে তাহাদের ধর্মীয় পরিচিতির কারণে দায়ী করা অন্যায়। সেই সমাবেশের মাপের বহু, বহু গুণ বড় কুম্ভমেলা। সেই মেলা যে দেশের প্রতিটি প্রান্ত কোভিড সংক্রমণের হার বাড়াইয়া তুলিতে পারে, এই কথাটুকুও কি কর্তারা স্মরণ করাইয়া দিতে পারিতেন না? না কি, তাঁহাদের নিকট কর্তব্য, প্রশাসনিকতা ইত্যাদি শব্দ ধর্মের ছাঁকনি পার না করিয়া পৌঁছাইতে পারে না?

কেহ যদি আশঙ্কা করেন যে, নরেন্দ্র মোদীর ভারতে সত্যই নাগরিকের ধর্মপরিচয় দেখিয়া সরকার কর্তব্য স্থির করে, সেই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কিন্তু, এই পক্ষপাত সংখ্যাগরিষ্ঠদেরও উপকার করিতেছে কি? কোভিড মানুষের ধর্ম দেখিয়া আক্রমণ করে না তবলিগি জামাত হইতে মুসলমানদের সংক্রমিত হইবার যে সম্ভাবনা ছিল, কুম্ভমেলায় হিন্দুদের সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা তাহার তুলনায় কম নহে। সম্ভবত বেশি, কারণ বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করিতেছেন যে, ভাইরাসের নূতন স্ট্রেনটির সংক্রামক ক্ষমতা অধিকতর। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিন্দুদের অধিকতর মেলামেশা হিন্দুদের সহিতই, তাহা হইলে কুম্ভ হইতে সংক্রমিতরা আরও অনেক হিন্দুকে সংক্রমিত করিবেন যাঁহারা মেলায় যান নাই, তাঁহাদেরও। তবুও, এই পক্ষপাতই বাস্তব, কারণ তাহাতে ভোট আছে। তাহাতে নাগরিকের সর্বনাশ হইলেও ভোটের স্বার্থের অধিক বর্তমান ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের ভোট আর কিছুই রাজনীতির চোখে পড়ে না। কোনও কুম্ভস্নানই কি রাষ্ট্রের শরীর হইতে এই পাপ মুছিতে পারিবে? এই ধরনের ধর্মীয় ভাবাবেগ যে কোন সময় বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে। সচেতন নাগরিকদের এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

দ্বিতীয় ঢেউ ও টিকাকরণ

সুতীর্থ চক্রবর্তী

আইআইটি কানপুরের গবেষকের হিসাব অনুযায়ী আজ ২০ এপ্রিল, দেশে করোনার দ্বিতীয় পর্বের শিখর ছোঁয়ার কথা। অর্থাৎ আজই দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ আমরা দেখতে পাব। আগামী কাল থেকে দৈনিক সংক্রমণের হার কমতে থাকবে। কমতে কমতে মে মাসের শেষে আক্রান্তের সংখ্যা ফের তলানিতে পৌঁছে যাবে।

একটি গাণিতিক মডেলের সাহায্যে আইআইটি কানপুরের গবেষক তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীতি হয়েছেন। প্রথম পর্বের ক্ষেত্রে এই গাণিতিক মডেল থেকেই জানা গিয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতে দেশে দৈনিক সংক্রমণ সবচেয়ে কম হবে। যেহেতু, এই গবেষকের গাণিতিক মডেলটি প্রথম পর্বের ক্ষেত্রে বুবহু মিলেছিল, তাই দ্বিতীয় পর্বে এসেও অনেকেই ডমেলটিতে ভরসা রাখছেন। এখন দেখার দ্বিতীয় পর্বে গবেষকের ভবিষ্যদ্বাণী মেলে কি না। সংবাদমাধ্যমেও কয়েক দিন আগে গবেষকের এই গাণিতিক মডেলটি নিয়ে যথেষ্ট হইচই হয়েছে। যদি প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বেও গবেষকের গাণিতিক মডেল সঠিক হয়, তাহলে কাল, বুধবার থেকেই করোনার উদ্বেগ কিছুটা কমার কথা।

রাজ্যবাসীর করোনা নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগের কিছুটা কারণ অবশ্যই এটা যে, এখনও বিধানসভা ভোটের তিনটি দফা বাকি । নির্বাচন কমিশন প্রচারের সময় কাটছাঁট করেছে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেরা আরও বেশি কাটছাঁট করতে শুরু করেছে। করোনার দ্বিতীয় পর্ব যদি সত্যি করেই আজ, মঙ্গলবার শিখর ছুঁয়ে ফেলেও, তাহলেও সতর্কতা বাড়ানোর যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। প্রথম পর্বের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মাসে সংক্রমণের শিখর যখন আমরা ছুঁয়েছিলাম, তখনও দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা এর অর্দ্দেকও ছিল না আচমকা দৈনিক সংক্রমণ এতটা বাড়ায় সংকট দেখা গিয়েছে হাসপাতালের শয্যা, ওষুধ। টেস্টের কিট ও অক্সিজেনের। এটা যে কোনও সরকারের পক্ষেই উদ্বেগের।

কিন্তু দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, তত সংক্রণ ছড়িয়ে পড়ার আসঙ্কা যেমন থাকে,

আবার তেমন দ্রুত সংক্রমণ নেমে আসার আশ্বাসও থাকে। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার অর্ত হল, বড় অংশের করোনা সংক্রমিত চিহ্নিত হয়ে যাওয়া। সংক্রমিতরা চিহ্নিত হয়ে নিভৃতাবাসে তলে গেলে আবার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অর্থাৎ মোট সংক্রমণ কমতে থাকে। সংক্রমণ যত দ্রুত কমতে থাকবে, তত দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। এই যুক্তিতে বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় পর্বে মেন খুব দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল, তেমন খুব দ্রুতই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। অর্থাৎ দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা যখন কমতে থাকবে, তখন তা খুব দ্রুত কমে যাবে। এই যুক্তিতে আইআইটি কানপুরের গবেষক ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, মে মাসের শেষের দিকে করোনা আবার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

সাধারণভাবে ভাইরাস বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, এখটি ভাইরাস যখন দ্রুত সংক্রমণ ছড়ায়, তখন তা নিয়ন্ত্রণে আসতে আসতে ১২ সপ্তাহ লাগে। দ্বিতীয় পর্বে করোনার সংক্রমণ যদি মার্চ মাস থেকে ছড়াচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে মে মাসের শেষে ১২ সপ্তাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে করোনার ক্ষেত্রে কোনও কথাই হলফ করে বলা যাচ্ছে না। কারণ, গত এখ বছরের উপর ভাইরাসটি যে খেলা দেখাচ্ছে, তাতে ভাইরাস বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা কার্যত দিশাহারা। ভাইরাসটি এমনভাবে তার রূপ পরিবর্তন করছে যে, কেউ কিছু বুঝেই উঠতে পারছে না। যেমন, দেশে ভাইরাসটির যে নতুন প্রকার সংক্রমণ ছড়াচ্ছে---বলা হচ্ছে, সেটি নাকি দু'বার রূপ পরিবর্তন করেছে। দু'বার রূপ পরিবর্তনের পরও ভাইরাসটি সংক্রমণ এবং মারণক্ষমতা বেড়েছে না কমেছে, সে ব্যাপারে এখনও কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। দেশের বিজ্ঞানীরা। ফলে, আইআইটির গবেষক দ্বিতীয় পর্বের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসা নিয়ে যে-কথা বলছেন, তা যে মিলে যাবে, এমনটা কোনওভাবেই বলা ঠিক নয়। দু'দফার রূপ পরিবর্তনের পর ভাইরাসটি আরও কতটা ভয়াবহ ও সংক্রামক হয়ে উঠেছে, সেটা সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'ল্যানসেট'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জানা গিয়েছে, করোনাভাইরাস বাতাসে ছড়ায়। এটা ভাইরাসের কোন প্রকার, সে বিষয়ে আমরা এখনও সবিস্তার জানাতে পারছি না। যদি সত্যি ভাইরাস বাতাসে ছড়ায়, তাহলে যে তার সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, তা নিয়ে কোনাও সংশয় নেই। ভাইরাস বাতাসে ছড়াতে থাকলে কোয়ারেন্টিন বা নিভৃতাবাসের কোনও মূল্য থাকবে না। কেউ জনসমক্ষে না এসেও বাতাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা মাস্ক পরে থাকাই হবে একমাত্র রক্ষাকবচ। আবার ২৪ ঘন্টাই দেশের সমস্ত মানুষ মাস্ক পরে কাটাবে, এমনটা ভাবা অবাস্তব ও অস্বাভাবিক মনে হয়।

করোনার এই দ্বিতীয় পর্বের সংক্রমণের জন্য সরকারকে দায়ী করেও লাভ নেই। কারণ, ভাইরাসটির 'চরিত্র' যখন বিজ্ঞানীদের বোঝার গণ্ডির বাইরে, তখন সরকারের পক্ষ থেকে আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। প্রথম পর্বের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের কেন্দ্রও এগিয়ে গিয়েছে, সেখানেও করোনার 'দ্বিতীয়' বা 'তৃতীয় ঢেউ' আসছে। যেমন, ইউরোপ ও আমেরিকায় জনসংখ্যার বড় অংশ করোনার টিকা পেয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এবং আমেরিকাতে করোনার দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঢেউ এসেছে। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে এখন নতুন করে লকডাউন শুরু করতে হয়েছে। অথচ, এসব দেশে ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ টিকাগ্রহণ করে ফেলেছে। টিকা নেওয়ার পরও অনেকে সংক্রমিত হচ্ছে। ভারতেও একই জিনিস ঘটছে। চিকিৎসক থেকে শুরু করে বহু সাধারণ মানুষ দু'ডোজ টিকা নেওয়ার পরও সংক্রমিত হচ্ছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দু'ডোজ টিকার পরই সংক্রমিত। আমেরিকাতেও টিকাপ্রদানের কাজ শেষে পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে করোনা তৃতীয় পর্বের ঢেউ এসে হাজির।

টিকাপ্রদানের কাজ ভারতেও অনেকটা এগিয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। সরকারের যা পরিকল্পনা ছিল, তার চেয়ে সম্ভবত টিকাদানের গতি বেশি। সেই কারণে একটা পর্যায়ের পর টিকার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রাজ্যগুলি কেন্দ্রে কাছে চেয়েও টিকা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল টিকাদানের নীতি আরও ভাবনাচিন্তা করে রচনা করা। আপাতত প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগে কেন্দ্র টিকাদানের নীতি নতুনভাবে সাজাচ্ছে। ১ মে থেকে ১৮ উর্ধ্বরাও টিকা পাওয়ার যোগ্য। টিকা করোনার নতুন প্রজাতিকে রোখা ক্ষেত্রে কতটা সক্ষম হবে, সে ব্যাপারে যতই সংশয় থাকুক না কেন, টিকাদান চালিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় পর্ব আমরা নিশ্চিত করেই কাটিয়ে উঠব। যদি আইআইটি-র গবেষকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে দু'—একদিনের মধ্যে সংক্রমণের হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে, তাহলে সেটা হবে সবচেয়ে আশার খবর। ছ'—সাতমাসের মধ্যে সব মানুষ টিকা পেলে দেশকে নিশ্চিত করেই করোনামুক্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

প্রহেলি-সুমনের বই

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি স)। ফেসবুকে একটা পোষ্ট। আর তাতে এত্ত সাড়া! বিষয়টা বই নিয়ে। বাড়িতে বই বাড়ছে। তা এত বই রাখা হবে কোথায়? তার ওপর একই বই দুটো-তিনটে করে! সমস্যায় পড়েছিলেন প্রহেলি-সুমন।

দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "হায় লাঠি তোমার দিন গিয়াছে!" সাহিত্যসম্রাট এখন থাকলে হয়ত লিখতেন "হায় বই তোমার দিন গিয়াছে!" একসময়ে বিয়ে-জন্মদিন-উপনয়নে বই ছিল অন্যতম প্রধান উপহার। বিবাহবার্ষিকী, অবসর সে সময়ও ভাবনার বিষয় হত কার লেখা, বা কোন বই দেওয়া যায়! এখন উপহারের বাজারে বই যেন অনেকটাই ব্রাত্য। বই পড়ার অভ্যেসও দ্রুত কমে যাচ্ছে। বইকে কোনঠাসা করে রমরম করে রাজত্ব করছে মুঠোফোন। অনেক বাড়িতে তাই কিলোদরে বই চলে যাচ্ছে কাগজওয়ালার কাছে।

ব্যতিক্রমী কেউ কেউ অবশ্য থেকে গিয়েছেন বইকে ঘিরেই। প্রহেলি ধর চৌধুরীর স্বামী সুমন পেশায় চিকিৎসক। ওঁরা দুজন এই ব্যতিক্রমীদের দলেই। বই পড়েন। বই কেনেন। উপহার পান। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সোস্যাল ওয়েলেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের প্রাক্তনী প্রহেলি পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের আধিকারিক। বললেন, "ঘুমোতে যাওয়ার আগে এখনও কিন্তু বইই আমাদের সঙ্গী। আর বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরের আমেজটা মুঠোফোনে পাইনা।"

কালে কালে প্রহেলির বাড়িতে বই সংখ্যায় বেড়েছে, বাড়ছে। তাঁর কথায়, "এটাকে আমরা সমস্যা বলে মনে করি না। সমস্যা হল একই বই একাধিক জায়গা জুড়ে আছে। যেমন 'তরুণের স্বপ্ন' চারটি। এ রকম বইগুলো সঠিক আগ্রহী পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে ফেসবুকে পোস্ট করলাম।"

মুস্কিল আসানের জন্য প্রহেলি শরনাপন্ন হলেন ফেসবুকের। সোমবার স্তূপীকৃত বইগুলির ছবি ভাসিয়ে আবেদন করলেন। লেখেন, "এই পুরনো বইগুলি যদি কেউ নিতে চান জানাবেন। সব কটি যদিও খুব ভালো অবস্থায় নেই, তবে পড়া যাবে এবং সংরক্ষণ করলে অনেক দিন এখনো রাখাও যাবে। আমি থাকি টালিগঞ্জ করুণাময়ীর পেছন দিকটায়। এগুলো বিক্রির জন্য নয়। আপনারা এমনি ভালোবেসে নিয়ে যান।"

এর পর থেকে ফেসবুকে ক্রমাগত প্রশ্ন বা মন্তব্য।প্রহেলি জানান, "বেশ কয়েকজন ফোনে যোগাযোগ করেছেন। ৩ জন রাতেই বাড়ি এসে পছন্দের বেশ কিছু বই নিয়ে গেলেন বাড়িতে এসে।" মুঠোফোনে ছবি তুলে সেটাও ভাসিয়ে দিলেন ফেসবুকে।

তৃণমূল-বিজেপি, মোদী-মমতা এ রকম হাজার তর্কবিতর্কের মধ্যে ফেসবুক নীরবে মাধ্যম হিসাবে অন্য ভূমিকা নিল। বাসাবদল হল কিছু বইয়ের। বিশ্ব বই ও গ্রন্থসত্ব দিবসের ঠিক তিন দিন আগে। প্রসঙ্গত, ২৩ এপ্রিল, মানে শুক্রবার বিশ্ব বই ও গ্রন্থসত্ব দিবস.

ওড়িশায় মৃত্যু আরও ৫ জনের, করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৩,৭৭,৪৬৪

ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় (১৯ এপ্রিল) ওড়িশায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৭৬১ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৬৪ জন। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৯৫৪।

মঙ্গলবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪,৭৬১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৭৭,৪৬৪। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৫০৩ জন এবং ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওড়িশায় ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৭,৬৩৭ জন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৭,৮২১।

টালমাটাল টলিউড

সুব্রত রায়

গদারের কাছে ঋণ স্বীকার করে বলি, 'সিনেমা হল তাই যা সেকেন্ডে ২৪ বার মিথ্যা কথা বলে'। আসলে সিনেমা দেখতে গিয়ে দর্শক সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে, বাস্তব জীবনকে সরিয়ে রেখে এক ধরনের 'ইচ্ছাপূরণের গল্প' পর্দায় দেখতে চায়। তাই (Entertainment, Entertainment, & Entertainment,..... Dirty Picture) ছবিতে রেশমা ওরফে বিদ্যা বালানের এই সংলাপটি বোধহয় সিনেমার সবথেকে জনপ্রিয় সংজ্ঞা হওয়ার দাবি রাখে। কারণ অতীতে এবং আজও মানুষ তার দুর্দশাক্লিষ্ট জীবনে একটু শান্তি, এখটু আরাম ও অনেকটা বিনোদনের জন্যই চলচ্চিত্র নামক বিনোদন মাধ্যমের কাছে বারেবারেই ফিরে ফিরে আসে। যদিও চলচ্চিত্রে জন্য আজ থেকে অনেক বছর আগে লুই ও অগাস্ট লুমিয়েরের হাত ধরে, ফ্রান্সে। তাদেরকেই চলচ্চিত্রের আদি পিতা বলা যায়। তখন সিনেমা ছিল মূলত এক ধরনের ম্যাজিক্যাল টুলস। আর তা ছিল বিনোদন ও বাণিজ্যের সেরা মাধ্যম। তাকে 'শিল্পী' হয়ে উঠতে অনেকটা সময় পেরোতে হয়েছে। সেই সময় লুমিয়ের ব্রাদার্সরা অনেক এক রিল, দু রিল-এর ছবি তৈরি করে আর তা দেখিয়ে ও অনেকটা বাণিজ্য করে একটি ঐতিহাসিক উক্তি করে চলচ্চিত্র শিল্প থেকে বিদায় নিয়েছিলেন (Cinema has no future,)। অনেকদিন আগের এই কথাটি এতদিন পরে আবার এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফিরে এসছে। সত্যিই কি চলচ্চিত্র শিল্পী গভীর সংকটের মুখে? সে কি পারবে এই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে? এই প্রশ্ন আজ অনেকের মনে। জন্মের পর থেকে চলচ্চিত্র শিল্প এগিয়ে গেছে উল্কার গতিতে। আর তা বিনোদন ও বাণিজ্যের সেরা মাধ্যমের শিরোপা পেয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই। বেশ মসৃণ ছিল তা যাত্রাপথ। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন। ২০২০ সালের শুরুতেই, সারা বিশ্ব এক অজানা অতিমারীর প্রভাবে থমকে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাভাবিক গতি, ছন্দ, মানব জীবনের স্বাভাবিক উল্লাস। একশো বছর আগে যখন এই ধরনের অতিমারীর প্রকোপে মানবসভ্যতার ইতিহাস থমকে গিয়েছিল তার থেকে বর্তমানের অতিমারী আরও কয়েকশো গুণ ভয়াবহভাবে ফিরে এসেছে বিশ্বেষজ্ঞদের তাই মত। ভাইরাসের জিনগত বিবর্তন আধুনিক বিশ্বে কোনো অঙ্ক মানছে না। ফলস্বরূপ পৃথিবী জুড়ে জীবনযাপনের সর্বস্তরে এক ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বস্তরে। সব ধরনের শিল্প আজ গভীর সংকটের মুখে। চলচ্চিত্র শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ চলচ্চিত্র তার জন্মলগ্ন থেকেই গণমাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। অন্যান্য শিল্পের মতোই তার মূল ভিত্তি মানুষ। সাহিত্য, চত্রিকলা যেমন একাকী গভীর নির্জন পথেও আনাগোনা করতে পারে চলচ্চিত্র শিল্প তা নয়। সেখানে যেমন অনেক মানুষের প্রয়োজন হয় তা তৈরি করতে আবার তা যদি অনেক মানুষ একসাথে না দেখে তাহলে তা লাভের মুখ দেখে না। অর্থাৎ অর্থনীতির প্রশ্ন ও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। সেই দিক থেকে আমরা যদি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দিকে দৃষ্টি দিই তবেই আমরা আলোচনার মূল সুরটিকে ধরতে পারব।

প্রথমেই আসব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি প্রসঙ্গে। তা কিন্তু লকডাউন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে চরম সংকটের মুখে। সংকটের বেশিরটাই অর্থনৈতিক। ফিল্মে যাঁরা কাজ করেন, সে অভিনেতা থেকে টেকনিশিয়ান, সবাই পারিশ্রমিক পান দৈনিক কাজের ভিত্তিতে। এখানে সবই ('No work ,on

pay') বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তমাল দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা হচ্ছিল লকডাউন পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, ফিল্মের অবস্থা সবছেথেকে খারাপ। তা কবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে তা কিন্তু এখনও অজনা। হলগুলো কবে খুলবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তিনি আরও যেটা বললেন, অভিনেতা -অভিনেত্রীদের অবস্থা তো খারাপ বটেই কেননা ফিল্মের শ্যুটিং এখনও স্বাভাবিক হয়নি। কিন্তু সবথেকে খারাপ অবস্থা টেকনিশিয়ানদের। তাঁরা তো সংখ্যায় অনেক, কিন্তু সব কাজ ঠিকমতো শুরু না হওয়ার ফলে তাঁদের কাজ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। সবাই সব দিন কাজ পাচ্ছেন না। বাংলা ফিল্মের অবনমন কোন জায়গায় আজ পৌঁছেছে তা বোঝাতে একটা উদাহরণই যথেষ্ট যে, মৃণাল সেনের পর আর কোনো বাঙালি পরিচালকের ছবি বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পায়নি। অথচ 'স্টার জলসা' চ্যানেলে 'চাঁদের পাহাড়' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়। সেই ছবির (target audience) কারা? বাংলার বাইরে বাংলা ছবির কি কোনও বাজার আছে? হ্যাঁ, আছে (NRI) বাঙঅলি দর্শকদের কাছে একটা আছে। তাও দর্শককে প্রবলভাবে হলমুখী করা যাচ্ছে না। কারণ বাংলা ফিল্মের গল্পের ক্ষেত্রে হয় গ্রামবাংলার বস্তাপচা সেন্টিমেন্টাল গল্প, নয়তো আরবান আঁতেল সিনেমার বেশ ভারী বিষয় যার দর্শক কিছুই বোঝা না কিন্তু সব কিছু বোঝার ভান করে। কিন্তু দিনের শেষে দর্শক তো ছবি দেখতে আসে নির্মল আনন্দ বা বিনোদনের আশায়। এই দুই ধরনের কোনোটাতেই জীবনবোধের কোনও মিল খুঁজে পায় না দর্শক। একে তো বাজার ছোট, তার ওপর এম ছবি তৈরি হচ্ছে যা এই দুই ধরনের দর্শককে এক সূত্রে বাঁধাতে পারে। তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' গল্পই থেকে গেল সত্যি আর হল না। এর ফলে একদিকে যেমন বাজারের দৈন্যদশা অন্যদিকে ছবিগুলি কখনোই আন্তর্ঝাতিক মান স্পর্শ করতে পারছে না। আর নিত্যনতুন বাজারের যে ধারনা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গেও টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি নিজেকে মেলাতে পারছে না। এ ছবি রিলিজ সেভাবে হচ্ছে না। একে তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না, আবার অতিমারীর পর হলগুলি কবে খুলবে তা ও বোঝা যাচ্ছে না। চলচ্চিত্র যেহেতু একান্তভাবেই বাজার নির্ভর শিল্প, আর ছবির বিপণনের দিকে আমরা কোনোদিনই সেভাবে জোর দিইইন, তাই বাজার বলে আর কিছুই নেই। বাজার না থাকার ফলে নতুন নতুন শিল্পম তৈরিও কমে গেছে, লকডাউনে পরবর্তী সময়ে তা একেবারেই বন্ধ। ফলে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলেই, এমনকী যারা সেটে চা- জলদেয় বা যারা সেটে লাইট ধরে তাদেরও তো কোনও কাজ নেই। ফলে জীবনযাপন চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু বেশিরভাগেরই একটা ক্ষীণ আশা আছে যে ফিল্ম ইন্ডিস্ট্রি একদিন এই অতিমারীর প্রভাব কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবেই। কাণণ এরা প্রত্যেকেই শিল্পী আর এরা এক ধরনের (Passion) থেকেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পরিচালক গোবিন্দ শীলের কাছ থেকে জানা গেল ফেডারেশন ২৮টি গিল্ডের অসহায় শিল্পীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। ৭ই জুলাই থেকে ফিল্মের শ্যুটিং আবার শুরু হয়েছে। ফেডারেশন সকলের মেডিক্লেমের ব্যবস্থা করেছে প্রডিউসারদের সহযোগিতায়।

বাংলা সিরিয়ালে জনপ্রিয় অভিনেতা সৌরভ দাস বলছিলেন, এই কঠিন সময়ে আবার শ্যুটিং শুরু হয়েছে, কিন্তু খুব ভালভাবে যে সমস্ত নিয়ম মানা দরকা, যেমন মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তা সম্ভব হচ্ছে না। আর তারা তো সবাই ঠেলাওয়ালা। বেরোলে রোজগার, না হলে নেই। একটি সিরিয়ালে প্রতিদিন বাইশ মিনিটের এপিসোড শ্যুট করতে হয়, তা হাফ বেলাতে শ্যুট করা যায়, লোকেশন ভিন্ন হলে তা দেড় দিনও লাগতে পারে। একটা কথা অনেকের কাছ থেকেই শোনা গেল, এই তিন মাস তাদেরকে নিজস্ব সঞ্চয়ের টাকাতেই চালাতে হয়েছে। কারণ তাদের তো মাস মাইনের কোনো ব্যবস্থা নেই। টেলি সিরিয়ালে জুনিয়র অভিনেত্রী পৃথা রায় আবার বললেন, তাদের নিজেকে (maintain) করার জন্য যেটুকু দরকার তাও যেহেতু ছিল না, তাই তাদের খুব অসুবিধার মধ্যে যেতে হয়েছে। (সৌজন্যে সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করোনা মোকাবিলার পরিবর্তে নির্বাচন জয়ে মননিবেশ করে আছেন প্রধানমন্ত্রী, কটাক্ষ সিব্বালের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনে জয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ করেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা কপিল সিব্বাল। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে সিব্বাল বলেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্বাচন জয়ের জন্য তার সমস্ত শক্তি ব্যবহার করছেন। কপিল সিব্বাল বলেন, দেশে মহামারী উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঙ্গলবার টুইটারে তিনি লেখেন, "মোদীজি, আপনি নির্বাচন জয়ের জন্য আপনার সমস্ত সম্পদ, পেশী শক্তি, ব্যবহার করছেন। তবে আপনি কেন করোনো মহামারীর বিরুদ্ধে লোককে বাঁচাতে আপনার ক্ষমতা ব্যবহার থেকে বিরত হচ্ছেন? """ তিনি জানতে চান করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনার প্রচেষ্টায় কেন আবেগের ঘাটতি রয়েছে?

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী ক্রমবর্ধমান করোনার কারনে বাংলার নির্বাচনের প্রচার ও কর্মসূচি বাতিল করেছিলেন। সেই থেকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি বিজেপি-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

ঝাড়খন্ডে ঘোষণা হল ২২ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী লকডাউন

রাঁচি, ২০ এপ্রিল (হি.স) : অবশেষে ঝাড়খন্ডের ঘোষণা হল সপ্তাহব্যাপী লকডাউন। আগামী ২২ এপ্রিল সকাল থেকে ২৯ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত পালন করা হবে রাজ্যজুড়ে লকডাউন।

মঙ্গলবার ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন রাজ্যবাসীকে উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা করে বলেন, ঝাড়খন্ডে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যেভাবে বেড়ে চলেছে এবং এই ভাইরাসের চেনকে ভাঙার জন্য লকডাউন অত্যন্ত আবশ্যক। এজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার ২২ এপ্রিল সকাল ছটা থেকে ২৯ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সপ্তাহ হিসেবে এই লকডাউন পালন করা হবে। এর ফলে কোভিদ-১৯ র চেইন ভেঙে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন,ঝাড়খন্ড একটি গরিব রাজ্য। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জীবন ও জীবিকা বাঁচানো। আর এই কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি লকডাউনের নিয়মাবলী জানিয়েছেন। এই লকডাউনে অত্যাবশ্যক সামগ্রী দোকান ছাড়া অন্য সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার তথা আঞ্চলিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্যালয় ছাড়া সমস্ত কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ধর্মস্থল খোলা রাখা হলেও তবে সেখানে উপস্থিতির ওপর প্রতিবন্ধকতা থাকবে। কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হতে পারবেন না। পাঁচজনের বেশি এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তিনি সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, করোনা সংক্রমণকে রোধ করতে এক সঙ্গে লড়াই করতে হবে এবং এই লকডাউনের সময় অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর জন্য রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করেছেন।

পাথারকান্দিতে পুনরায় শুরু কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান প্রক্রিয়া, নতুন আক্রান্ত আরও চার

পাথারকান্দি (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : গত নয় এপ্রিলের পর প্রায় ১২ দিনের মাথায় আজ মঙ্গলবার ফের পাথারকান্দির হাসপাতালগুলিতে পৌঁছল কোভিড ভ্যাকসিন। ফলে এদিন পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সকাল থেকেই ছিল ভ্যাকসিন গ্রহীতাদের উপচে পড়া ভিড়। আজ নতুনদের পাশাপাশি অনেকেড ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজও প্রদান করা হয়।

পাথারকান্দির এসডিএমও ডা. প্রদীপকুমার দে জানান, এবার থেকে ভ্যা কসিনের চাহিদা পুষিয়ে নেওয়া যাবে। রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোভিশিল্ডের যোগান ধরা হয়েছে। ডা. দে আরও জানান, আজ নতুন করে পাথারকান্দিতে চারজনের শরীরে করোনার জীবাণু ধরা পড়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন সাধারণ নাগরিক হলেও বাকি তিনজন বিএসএফ কর্মী। আক্রান্তরা অনুপ নাথ (৩৫)। তাঁর বাড়ি আনিপুরে। অন্যররা যথাক্রমে মুরলিধর (৫৫), মনোজ ডেকা (৩২) এবং মরধ্বজ (২৯)। তাঁরা বিএসএফ জওয়ান। এঁদের প্রথমজন ত্রিপুরার পানিসাগরে কর্মরত এবং বাকি দুজন পাথারকান্দির দোহালিয়ায়। বর্তমানে তাঁদের করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যজ ভরতি করা হয়েছে।

এসিডএমও প্রদীপকুমার দে-র কথায়, জনগণ সতর্ক না হলে এই মহামারির ভয়াবহতার রাশ টানা সম্ভব নয়। এমন-কি জনগণ বেপরোয়া মনোভাব না ছাড়লে ভ্যা কসিন প্রয়োগ করেও রক্ষা পাওয়া যাবে না। তবে সবাইকে আতঙ্কিত না হয়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ তথা কোভিড প্রটোকল সর্বোতপ্রকারে মেনে চলার আবেদন জানান ডা. প্রদীপকুমার দে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে পাথারকান্দিতে এখন পর্যন্ত ১৫ জনের শরীরে করোনার জীবাণু ধরা পড়ার পাশাপাশি একজনের মৃত্যু্যি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

করিমগঞ্জেও করোনা প্রতিরোধে এসওপি বলবৎ, মঙ্গলবার নতুন ১৩ জন পজিটিভ

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়ার এসওপি জারি করার সঙ্গে সঙ্গে করিমগঞ্জেও করোনা প্রতিরোধে জেলার সব হাটবাজার দোকানপাট, শপিংমল ইত্যাদি প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় বন্ধ রাখতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলেও প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে কোনও উপাসনাস্থলে প্রতি এক ঘণ্টায় ২০ জন লোক সমবেত হতে পারবেন। শেষকৃত্যেও সর্বাধিক ২০ জন লোক সমবেত হওয়ার অনুমতি হওয়া হবে। এভাবে যানবাহনগুলিতে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে, অর্থাৎ অর্ধেক আসন খালি রেখে চলাচল করতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। মাস্ক পরিধান করা না হলে এক হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় অভিযান জেলার সর্বত্র চলবে। পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে জনগণকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে প্রচার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে মঙ্গলবার করোনা পরীক্ষার জন্য জেলায় ১,১২৭ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৩ জনের পজিটিভ পাওয়া যায়। এদিন ১৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। তবে এখন পর্যন্ত জেলায় করোনার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০০ জনই রয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানানো হয়েছে।

কাছাড়ের সোনাইয়ে কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে শান্তিতে সম্পন্ন পুনর্ভোটে, ভোট পড়েছে ৮১ শতাংশ

শিলচর (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : আজ কাছাড়ের সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৬৩ নং মধ্য ধনেহরি এলপি স্কুলের ১০৯ নম্বর পোলিং স্টেশনে পুনর্ভোটে প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয় সন্ধ্যা ৬.০০টায়। ভোট পড়েছে ৮১ শতাংশ।

পুনর্ভোটে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল প্রশাসন। ভোট চলাকালে সমস্ত দিন পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা এলাকায় ব্যাপক নজরদারি রেখেছিলেন। বুথের দুশো মিটারের মধ্যে ভোটারবিহীন অন্য লোকের প্রবেশে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন। করোনা প্রতিরোধে প্রত্যেক ভোটারকে হ্যান্ড সেনিটাইজ করে ফেসমাস্ক ও গ্লাবস প্রদান করা হয়েছে। শান্তি ও সুষ্ঠুভাবে পুনর্ভোটে গ্রহণের উদ্দেশ্যে গতকাল থেকে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভোটকেন্দ্রের ২০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোনও দলীয় কার্যালয় স্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল নির্বাচনের সময় ধনেহরি বুথে হিংসাত্মক ঘটনা ও গোলাগুলি হয়েছিল। ঘটনার ফলে এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছিল। এমন-কি তিন ব্যক্তি গুরুতর জখমও হয়েছিলেন। তবে আজ পুনর্ভোটে গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় জনমনে সন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করিমগঞ্জের কৃতী সন্তান তথা প্রাক্তন সাংসদ নৃপতি চৌধুরীর কন্যা জয়ীতার

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন করিমগঞ্জের এক কৃতী সন্তান তথা প্রাক্তন সাংসদ নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীর প্রাণচঞ্চল কন্যা জয়ীতা ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে করোনায় আক্রন্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। তাঁর স্বামী সুবিমল ভট্টাচার্যও করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

জানা গেছে, সপ্তাহ খানেক ধরে শারীরিক অসুবিধায় ভোগছিলেন স্বামী স্ত্রী দুজনেই। একসময় শরীরের অক্সিজেন লেবেল কমে যাওয়ায় উভয়ে দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে ভরতি হন। সেখানে করোনা পরীক্ষার পরই তাঁদের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। দিন দিন শরীর থেকে অক্সিজেন লেবেল কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানেন জয়ীতা ভট্টাচার্য। স্বামী সুবিমল ভট্টাচার্যের অবস্থা বর্তমানে সংকটজনক বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

আজ সকালে জয়ীতার মৃত্যুসংবাদ গোটা করিমগঞ্জ জেলায় পৌঁছামাত্র তাঁর পরিচিত মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, করিমগঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীর কন্যা জয়ীতা কর্মসূত্রে স্বামীর সঙ্গে দিল্লিতেই থাকতেন। তিনি ইন্দো-বাংলা রিলেশনশিপে কর্মরত ছিলেন। স্বামী সুবিমল ভারত সরকারের একজন সাইবার এক্সপার্ট।

জয়ীতা ভট্টাচার্যের মা লোপামুদ্রা চৌধুরী করিমগঞ্জের বেসরকারি স্কুল বেবিল্যান্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। লোপামুদ্রাই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান শিক্ষিকা। জয়ীতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ প্রমুখ বহুজন।

রাহুল গান্ধীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে টুইট অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কাঁপছে গোটা দেশ। রোজই বেড়ে চলেছে সংক্রমণ। বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়েই অবশ্য রাজনৈতিক সৌজন্য দেখিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইটে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শাহ লেখেন, 'শ্রী রাহুল গান্ধীজির দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি।'

এদিন টুইট করে নিজেই করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন রাহুল। টুইটে এদিন তিনি লেখেন, "সামান্য উপসর্গ অনুভব করছিলাম, কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছি। সম্প্রতি যারা যারা আমার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সকলে প্রটোকল অনুসরণ করুন এবং সাবধানে থাকুন।" সূত্রে মারফৎ খবর, আপাতত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই রাহুলের। শারীরিকভাবে সামান্য উপসর্গ দেখা গেলেও মোটের উপর সুস্থই রয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় দিনকয়েক আগেই পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রচার বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। তার আগে যদিও এ রাজ্যে দুটি সভা তিনি করেছিলেন। তবে ক্রমশ পরিস্থিতি ভয়াবহ হয় ওঠায় পূর্ব পরিকল্পিত সমস্ত কর্মসূচি তিনি বাতিল করেন। বর্তমানে দিল্লিতেই রয়েছেন রাহুল। দিনকয়েক কেরল ও তামিলনাড়ুতে প্রচার করেছিলেন তিনি। এরপর মাত্র একদিনই বঙ্গে প্রচার করতে পেরেছিলেন। তার কয়েক দিনের মধ্যেই এই করোনা আক্রান্ত হলেন রাহুল গান্ধী।

পুমা ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ওয়াশিংটন সুন্দর এবং দেবদত্ত পারিক্কর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স) : বিশ্বখ্যাত দ্রবাদি বিক্রেতা সংস্থা পুমা ইন্ডিয়া দুই উদীয়মান ভারতীয় ক্রিকেটার ওয়াশিংটন সুন্দর এবং দেবদত্ত পারিক্কর-র সঙ্গে দীর্ঘকালীন অংশীদারিত্ব চুক্তিবদ্ধ করল। এর ফলে এই সংস্থার সঙ্গে আরও দুই ক্রিকেটার তাদের সামগ্রী প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এর আগে ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি, উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান কে এল রাহুল, জাতীয় মহিলা ক্রিকেটার সুষমা বর্মা এবং যুবরাজ সিংয়ের মতন খেলোয়াড়রা এই সংস্থার সামগ্রী প্রচারে অন্যতম মুখ হিসেবে রয়েছেন। ভারতীয় দলের এই দুই ক্রিকেটারের সামগ্রিক পারফর্মেন্সের ভিত্তিতে এই সংস্থা তাদের সামগ্রী প্রচারের মুখ হিসাবে রাখছি চলেছে।

পুমা ইন্ডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিষেক গাঙ্গুলী বলেন, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং দেবদত্ত পারিক্কর তাদের অসাধারণ পারফর্মেন্সের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছেন। যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলার কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বাঁচিয়ে আনার মত যোগ্যতা রয়েছে। পুমা ইন্ডিয়া এমন উদীয়মান খেলোয়াড়ের প্রতিভাকে তুলে ধরার জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

"নিজের ঘর সামলান": মমতাকে কটাক্ষ জয়প্রকাশের

কলকাতা,২০ এপ্রিল (হি স): ইতিমধ্যেই পাঁচ দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। তারই বৃহস্পতিবার ষষ্ঠ দফার ভোট। এরই মাঝে মঙ্গলবার "রামনবমীতে হিংসা ছড়ানোর পরিকল্পনা করেছে বিজেপি" এমনটাই মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই " নিজের ঘর সামলান" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের।

এদিন ভগবানপুরের জনসভায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মাথা ঠান্ডা করে মনে রাখবেন আমাদের ভোট করতে হবে। কোনও প্ররোচনায় পা দিতে দেবেন না। নিজেরাও দেবেন না। আগামীকাল রামনবমী আছে। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করুন। রমজান মাস চলছে। শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করুন। এমন কিছু করব না। যাতে হিংসা ছড়ায়"।

এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে জয়প্রকাশ মজুমদার আরও বলেন, "মাননীয়া বিজেপির নামে বলে যাচ্ছেন। আর ওদিকে ওঁর ডান হাত ফিরহাদ হাকিম কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে বিজেপিকে মারার প্ররোচনা দিচ্ছেন।

হিংসাটা কে ছড়াচ্ছে। মাননীয়া এক বার নিজের ঘরের দিকে তাকান। আগে নিজের ঘর সামলান, দল সামলান। নিজের মন্ত্রী-সান্ত্রীদের ভাষা সংযত করতে বলুন"।

পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অভাবের অভিযোগ বাবুল সুপ্রিয়র

আসানসোল, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অভাবের অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে একটি জনসভায় তিনি একথা বলেন।

বাবুল বলেন, " সবুজসাথী-র সাইকেল ই-মান্ডিতে পড়ে রয়েছে। যেখানে আনাজপাতি বিক্রি হওয়ার কথা, সেখানে আনাজ পাওয়া যায় না। সবুজসাথী সাইকেল পড়ে রয়েছে।" তাঁর প্রশ্ন, তৃণমূল সরকার 'সবুজসাথী' প্রকল্পের অধীনে যে সাইকেল বিতরণ করে, তা কেন এ রাজ্যে তৈরি করা হয় না? তিনি বলেন, "ওই সাইকেলগুলো আসছে গুজরাত থেকে। ভেবে দেখুন, সবুজ সাথীর সাইকেল তৈরি হচ্ছে গুজরাত থেকে!" নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটানা দীর্ঘ সুরে 'দিদি ও দিদি' বলে সম্বোধন করতে শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এবার মোদীর সেই 'দিদি' ডাকই নকল করলেন বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। সুর করে মমতার উদ্দেশে তিনি বলেন, "আরে দিদি ও দিদি, ও দিদি সবুজসাথী সাইকেল দিচ্ছেন, বহুত আচ্ছা। কিন্তু সাইকেলগুলো অন্তত পশ্চিমবঙ্গে বানান। তা হলে অন্তত কিছু মানুষ তো চাকরি পাবে!"

বাবুলের মন্তব্য, "কেন দিদি, আপনি প্রত্যেক বছর গ্লোবাল সামিট করেন? ব্যবসায়ীদের জন্য ১০ লাখ, ১২ লাখ টাকা খরচ করেন? তাঁদের মধ্যে কেউ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করেন না কেন?" কুলটি বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দারের সমর্থনে মঙ্গলবার সেখানে একটি জনসভা করেন আসানসোলের সাংসদ বাবুল।

রাজ্যে শিল্প গড়তে বিনিয়োগকারীরা কেন ইচ্ছুক নন, তার কারণ হিসাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও আঙুল তুলেছেন বাবুল। তাঁর দাবি, "ব্যবসায়ীরা এ রাজ্যে আসেন না। তাঁরা ১ টাকাও কেন পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করেন না। কারণ, তাঁরা যদি ১০০ টাকা নিয়ে আসেন, তার ৭০ টাকা ভাইপো এবং তাঁর বন্ধুরা নিয়ে নেবেন। তাই তাঁরা আসেন না।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা: আগামী ৩ সপ্তাহ 'কঠিন সময়', কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স) : দেশজুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগামী ৩ সপ্তাহ খুবই 'কঠিন সময়'। করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আগাম পরিকল্পনা করে রাখতে পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারের। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কন্টাইনমেন্ট জোন, করোনা মোকাবিলায় অন্যান্য পরিকল্পনা স্থির করে রাখতে বলেছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আরটি-পিসিআর টেস্ট করানোর উপরে জোর দিতে বলেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এদিন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এই বৈঠক হয়। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় কুমার ভাল্লা ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক হয়। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা জানিয়েছেন, দেশে করোনার সংক্রমণ মারাত্মক আকার নিয়েছে। আগামী ৩ সপ্তাহ করোনার সংক্রমণ বিপজ্জনক হারে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজ্যগুলির পাশাপাশি কেন্দ্রসাসিত অঞ্চলগুলিতেও সংক্রমণ মাত্রাছাড়া রূপ নিতে পারে। সেই কারণেই আগেভাগে সমস্ত পরিকল্পনা করে রাখতে পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারের।

মঙ্গলবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিব ও পুলিশ বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নীতি আয়োগ (স্বাস্থ্য)-এর সদস্য চিকিৎসক ভিকে পাল। তিনিই আগামী ৩ সপ্তাহ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আরো বেশি সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

সিরিয়ায় আইএস ঘাঁটিতে রুশ বিমান হানা, নিহত ২০০ জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : সিরিয়ার পালমিরা শহরের কাছে উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের একটি ঘাঁটিতে রাশিয়ার জঙ্গিবিমান বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ২০০ জঙ্গি নিহত হয়েছেন। সিরিয়ায় রাশিয়ান সেন্টার ফর রিকনসিলিয়েশনের উপপ্রধান আলেকজান্ডার কারপভ সোমবার এ খবর জানান।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিভিন্ন সূত্র থেকে উগ্র সন্ত্রাসীদের অবস্থানের তথ্য নিয়ে রাশিয়ার বিমানবাহিনীর কয়েকটি জঙ্গিবিমান এ হামলায় অংশ নেয়। অভিযানের সময় দুটি গোপন আস্তানা, হেভি মেশিনগান বসান ২৪টি পিকআপ এবং প্রায় ৫০০ কেজি গোলাবারুদ ধ্বংস হয়েছে বলে রাশিয়ার ওই সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন। কারপভ বলেন, সিরিয়ার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর অস্থিতিশীল করার জন্য সন্ত্রাসীরা হামলার গোপন মহড়া দিচ্ছিল।

উল্লেখ্য, আগামী ২৬ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সিরিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য এই নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সবার নজর এখন এ নির্বাচনের দিকে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে উত্তরপ্রদেশের এক মন্ত্রীর মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে এবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভার এক সদস্যের মৃত্যু হল। মৃত মন্ত্রীর নাম হনুমান মিশ্র। লখনউয়ের এক হাসপাতালে মঙ্গলবাবার তিনি মারা যান। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর হনুমান মিশ্রকে লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি করা হয়। তারপর মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের করোনা ধরা পড়ে। তিনি এখন কোয়ারেন্টাইনে আছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে মহারাষ্ট্রে তার পরই আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশের পরেই রয়েছে দিল্লি। উত্তরপ্রদেশের সোমবার ৫৮ হাজার ৯২৪ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের সংখ্যাটা ২৮ হাজার ২১১। দিল্লিতে সোমবার ২৩ হাজার ৬৮৬ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র, প্রথম পর্যায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : গুড গভর্নেন্স বা উত্তম প্রশাসন যে কোনও সরকারের সাফল্যের চাবিকাঠি ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এদিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে টিঁকে গিয়েছে আমলাদের সঙ্গে তাঁর আস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক। কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে ছন্দপতন। অনেক কিছুর মত বদলে গিয়েছে তাঁর আমলারাজও। কিন্তু গত এক দশকে কীরকম ছিল তাঁর প্রশাসনের শীর্ষতম স্তর? ২০২১-এ কী করছেন ২০১৬-র মমতার আস্থাভাজন আমলা-একাদশ? তার ওপর আলোকপাত এই ধারাবাহিকে।

বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের জন্য রাজ্যগুলোয় আইএএসের নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ৩৭৯। এর মধ্যে এখন আছেন ৩০৭ জন। আইএএস অফিসারদের নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঠান্ডা লড়াই রয়েছে। এ রাজ্যে আইপিএস ও আইএএস অফিসারের সংখ্যা কম। তাই কেন্দ্র চাইলেও আমলাদের কেন্দ্র পায় না। নিয়ম অনুযায়ী কোনও আইএএস বা আইপিএসকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে ডেকে নিতে পারে কেন্দ্র। তবে সেক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য সরকার না চাইলে সাধারণভাবে ডেপুটেশনে তাদের নেওয়া হয় না। এতে আদতে পশ্চিমবঙ্গেরই ক্ষতি হচ্ছে বলে প্রশাসন মহলের অভিজ্ঞদের অনুমান। নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে আসা ২০১৩ ব্যাচের ১২ জন আইএএস অফিসারকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে 'ফিল্ড পোস্টিং' দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। নবান্নের একটি সূত্রের অভিযোগ, ওই জুনিয়র আমলাদের মগজ ধোলাই করেছে দিল্লি। অপর সূত্রের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে যাঁদের 'ফিল্ড পোস্টিং' দেওয়া হবে, তাঁদের মূলত ভোটের কাজই করতে হবে। নতুন অফিসাররা একেবারেই অভিজ্ঞ নন। বিশেষ করে ভোট করানোর অভিজ্ঞতা তো তাঁদের একেবারেই নেই। এই অবস্থায় তাঁদের বিভিন্ন মহকুমার দায়িত্বে পাঠিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার চেয়ে ওই সব জায়গায় অভিজ্ঞ অফিসারদের পাঠানোর সিদ্ধান্তই সঠিক।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রেলমন্ত্রী। ১৯৯৯ সালে মমতা রেলমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই তাঁর নেকনজরে ছিলেন ওই মন্ত্রকের আধিকারিক গৌতম সান্যাল। এখনও অটুট রয়েছে তাঁদের সেই আস্থার সম্পর্ক। সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং ইউকে-র এমবিএ গৌতমবাবুর জন্ম ১৯৫১-তে। ২০০৯ থেকে '১১ ছিলেন রেলমন্ত্রীর ওএসডি। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসের এই অফিসার অবসরের পর '১১-তে হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সচিব।

মমতা চেয়েছিলেন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের এই আমলাকে তাঁর প্রধান সচিব, কার্যত মুখ্যসচিবের সমতুল করতে। আপত্তি জানান পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যসচিব সমর ঘোষ এবং আইএএস অ্যাসোসিয়েশন। সমরবাবু বলেন, পরিষেবা আইন মেনে তা করা যায় না। সমরবাবুর আপত্তি এবং যুক্তিকে মান্যতা দিতে বাধ্য হন মুখ্যমন্ত্রী। গৌতমবাবুকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব পদে নিয়োগ করা হয়।

২০১৫-র ২৭ জুন নবান্ন-র প্রশাসনিক বৈঠকে প্রধান সচিব করা হয় গৌতমবাবুকে। ঠিক হয়, পদোন্নতি হলেও গৌতমবাবুর বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে আগের মতোই থাকবে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি এড়িয়ে যে-ভাবে এবং যে-দ্রুততায় ওই পদোন্নতি দেওয়া হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নবান্নের খবর, পদোন্নতির প্রস্তাব থেকে আদেশনামা জারি করা পর্যন্ত গোটা পর্বটি সারা হয় মাত্র তিন ঘণ্টায়! কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের তরফে পদোন্নতির আদেশনামা দ্রুততার সঙ্গে গৌতমবাবুর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ২০১৮-তে ইন্ডিয়া টুডে 'টপ টেন হিডন করিডর পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া' তালিকায় স্থান দেয় গৌতম সান্যালকে। (চলবে)

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কলকাতার অভিজাত রেস্তরাঁর এই ডিজার্টের রেসিপি ফাঁস !

ক্রিম আর ক্যারামেল শুনলেই মনটা হু হু করে ওঠে বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেরই। খাবারের শেষ পাতে মিষ্টি খেতে কে না ভালবাসেন। সে মিষ্টি যে সবসময় রসগোল্লা-সন্দেশ হতে হবে এমনটা কিন্তু নয়। সে মিষ্টি কিন্তু ক্রিম ক্যারামেলও হতে পারে। ২০০২ সাল থেকে কলকাতায় যাত্রা শুরু করেছিল মার্কো পোলো, শহরে রয়েছে দুটি শাখা, পার্ক স্ট্রিট ও সাদার্ন অ্যাভিনিউ। সে রেস্তরাঁর হেঁসেলের মূল মানুষটির থেকেই ভোজনরসিকদের প্রিয় রেসিপিটির সন্ধান মিলল। আনন্দবাজার ডিজিটালের পাঠকদের জন্য কলকাতার অভিজাত এই রেস্তরাঁর রেসিপি দিলেন একজিকিউটিভ শেফ অমিতাভ চক্রবর্তী।

প্রণালী:—একটি পাত্রে চিনি নিয়ে ক্যারামেলাইজ করতে হবে। ৪টে মোল্ডের মধ্যে ক্যারামেলের অংশগুলি অল্প করে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মোল্ডগুলি ভর্তি না হয়, এরপর উষ্ণ দুধের সঙ্গে চিনি ও জায়ফল গুঁড়ো মেশাতে হবে। ভাল করে মিশিয়ে সেটা আলাদা একটা পাত্রে রাখতে হবে। এ বার ডিমের সঙ্গে ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে সেটা দুধের মিশ্রণে দিয়ে মেশাতে হবে যাতে ডেলা পাকিয়ে না যায় খেয়াল রাখতে হবে। ৩-৪ বার ছেঁকে নিতে হবে এই মিশ্রণ। এরপর ফ্রিজে রাখা মোল্ডগুলি বের করতে হবে, যেখানে ক্যারামেল গুলো তলায় রয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার এতে যোগ করতে হবে দুধের অংশটি। এর পর মোল্ডগুলির উপরের অংশ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে মুড়িয়ে রাখতে হবে। বেকিং ট্রে-তে সামান্য জল দিতে হবে সামান্য। প্রস্তুত করতে হবে ট্রে। এর পর ২০০ ডিগ্রিতে প্রি-হিট করা ওভেনে বেক করতে হবে। প্রায় ৩০ মিনিট বেক করতে হবে। এর পর বেকিং হয়ে সেট হয়ে গেলে ওভেন থেকে বের করে আনুন। ফ্রিজে রেখে দিন কিছু ক্ষণ। এরপর মোল্ড থেকে বের করে ছুরি দিয়ে কেটে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন। বাড়িতেই কলকাতার অভিজাত রেস্তরাঁর ডিজার্ট বানিয়ে কেমন লাগল আপনারাই বলুন!

কেক-মিষ্টির যোগসাজশে

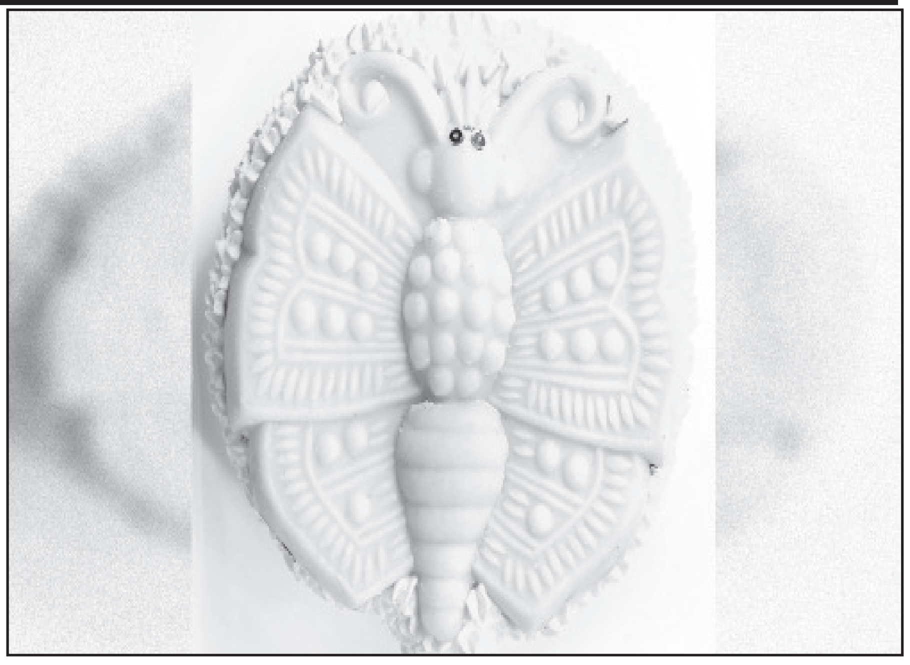

বাটার ক্রিমের উপকরণ: সল্টেড বাটার ১০০ গ্রাম, হোয়াইট বা আনসল্টেড বাটার ১০০ গ্রাম, ডিম ৩ টি, চিনি ৭৫ গ্রাম।

খোয়ার উপকরণ: খোয়া ক্ষীর ১ কিলোগ্রাম, চিনি ২৫০ গ্রাম, কর্নফ্লাওয়ার ২০০ গ্রাম।

পদ্ধতি: ডিম ও চিনি খুব ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। ফুলে উঠলে ধীরে ধীরে ময়দা মেশাতে হবে। তার পর ২১০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৭ মিনিট বেক করে নিন। আভেন থেকে বার করে কেকটা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করতে হবে। এ দিকে তৈরি করে নিন বাটারক্রিম। দু'রকম বাটার একসঙ্গে মিশিয়ে একটি পাত্রে রাখতে হবে। তার পর ডিম আর চিনি একসঙ্গে হ্যান্ড ব্লেন্ডারে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটা যখন ফুলে উঠবে, তখন ডিম ও চিনির মিশ্রণটি ধীরে ধীরে বাটারের সঙ্গে মেশাতে হবে। কেকটি ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধলে ফ্রিজ থেকে বার করে পাশ থেকে মাঝ বরাবর অর্থাৎ ভিতর দিয়ে কেটে দু'ভাগ করে নিন। এ বার লেয়ারিংয়ের পালা। কেক মাঝখান থেকে অর্ধেক করার পর চিনির সিরাপ (কেনা সিরাপ ব্যবহার করতে পারেন) ব্রাশে করে কেকের উপরে বুলিয়ে দিন। তার পর বাটার ক্রিম ছুরিতে করে নিয়ে, চিনির সিরাপের উপরে সমান ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। এর উপরে কেকের বাকি অংশটুকু বসিয়ে আবার চিনির সিরাপ বুলিয়ে দিন, যাতে কেকটি খেতে শুকনো না লাগে। এ বার বাটার ক্রিম ছুরিতে করে নিয়ে পুরো কেকের গায়ে মাখিয়ে দিতে হবে। জমানোর জন্য কেকটিকে আধ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। সেট হয়ে গেলে, কেকটি শঙ্খের আকারে কেটে নিন। বাইরেটা তৈরি করতে হবে খোয়া ক্ষীর দিয়ে।

কড়াইয়ে চিনি দিয়ে তার মধ্যে মাখন বা জল দিন। খোয়া ক্ষীর হাতে নিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিতে হবে। কড়াইয়ে চিনি গলে গেলে সাদা থাকতে থাকতে তাকে খোয়া ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। একটা পেস্টের মতো তৈরি হবে। এটিকে টাইট করার জন্য এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার মেশান। তার পর ডো কেটে লুচির মতো বেলে নিন। ছাপ তোলার জন্য খোয়া ক্ষীরের এই মিশ্রণটিকে শঙ্খের ছাঁচের (বিভিন্ন আকারের ছাঁচ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) উপরে বসাতে হবে। কিছুক্ষণ রেখে তুলে নিন। যে শেপের কেক-মিষ্টি আপনি চান, সেই ছাঁচের উপরে বসালে তেমন আকার পাওয়া যাবে। তৈরি করা শঙ্খের ছাঁচটিকে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রাখুন, যাতে তা শক্ত হয়। এ বার শঙ্খের শেপে যে কেকটি আপনি কেটে রেখেছিলেন, তার উপরে এটি বসিয়ে দিন। আপনার কেক রেডি।

দইয়ের ভাঁড়ে কেকের ম্যাজিক

এই কেকটির বেসও ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক। কী ভাবে কেকটি তৈরি করবেন, তা আগেই বলা হয়েছে। তবে দইয়ের ভাঁড়ের মতো দেখতে এই কেকটির উচ্চতা বেশি হওয়া প্রয়োজন। কারণ এখানে তিন থেকে অন্তত চারটি লেয়ারিং থাকবে। তাই এক পাউন্ডের দুটো স্পঞ্জ কেক তৈরি করে নিতে হবে। তার পর চিনির সিরাপ এবং বাটারক্রিম আগের কেকটির মতোই এ ক্ষেত্রেও কেকের উপরে মাখিয়ে নিতে হবে। বাটারক্রিম সেট হয়ে কেকটা যখন একটু শক্ত হয়ে যাবে, তখন দইয়ের ভাঁড়ের শেপে কেকটি কেটে নিন। দইয়ের ভাঁড় তৈরির জন্য খয়েরি ও সাদা রঙের ফনড্যান্ট কিনতে হবে। প্রথমে খয়েরি ফনড্যান্ট পাতলা করে বেলে নিন। তার পর

ভাঁড়ের শেপে কেটে রাখা কেকের গায়ে জড়িয়ে দিন। ভাঁড় তৈরি হয়ে গেল। এ বার দইয়ের পালা। সাদা ফনড্যান্ট বেলে নিয়ে তাকে ভাঁড়ের মাথায় বসিয়ে দিন, দইয়ের মতো। গায়ে একটু গলানো বাটার ব্রাশ করে দিতে পারেন, কেকটি বেশ লোভনীয় দেখাবে।

মাছ-মিষ্টির সাক্ষাৎ

বাটারস্কচ কেক দিয়ে এটিৈ তরি করা হয়েছে।

কেকের উপকরণ: ডিম ৫টি, চিনি ৯৫ গ্রাম, ময়দা ১৪০ গ্রাম, বাটারস্কচ পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি: এ ক্ষেত্রেও প্রথমে ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক তৈরি করে নিতে হবে। তার পর মাঝখান থেকে কেটে দু'ভাগ করুন। সুগার সিরাপ ব্রাশ করে হোয়াইট বাটার ক্রিম মাখিয়ে এর উপরে ছড়িয়ে দিন বাটারস্কচ (এটি দোকান থেকে কিনে নিতে পারেন)। এর উপরে কেকের বাকি অর্ধেকটা রেখে, পুরো কেকের গায়ে বাটারক্রিম মাখিয়ে দিন। চাইলে কেকের উপরেও বাটারস্কচ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তার পর কেক ফ্রিজে রেখে জমাট বাঁধতে দিন। কিছুক্ষণ পর বার করে মাছের শেপে কেটে নিন। এর উপরে খোয়া ক্ষীর দিয়ে মাছ তৈরি করে বসিয়ে দিন (পূর্বলিখিত পদ্ধতি অনুসারে)।

চকলেট প্রজাপতি

এটি চকলেট স্পঞ্জ কেক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

উপকরণ: ডিম ৫টি, চিনি ৯০ গ্রাম, ময়দা ৭৫ গ্রাম, কোকো পাউডার ৩৫ গ্রাম, ট্রাফল সস ১৫০ গ্রাম। সময় ও তাপমাত্রা এক থাকবে।

পদ্ধতি: ডিম ও চিনি ভাল করে ব্লেন্ডারে মিশিয়ে নিন। ফুলে উঠলে কোকো পাউডার এর মধ্যে মেশাতে থাকুন। পুরোটা একবারে মিশিয়ে দেবেন না। আরও সুস্বাদু করতে চাইলে ভিতরে কিছু চকলেট চিপসও দিতে পারেন। আগের কেকগুলির মতোই এই কেকটিকে দু'ভাগ করে চিনির সিরাপ মাখিয়ে নিন। এ বার বাটার ক্রিমের সঙ্গে চকলেট ট্রাফল সস মিশিয়ে কেকের গায়ে ব্রাশ করে নেবেন। ফ্রিজে রেখে কেক শক্ত হয়ে গেলে বার করে প্রজাপতির শেপে কেটে নিতে হবে। তার পর খোয়া ক্ষীর দিয়ে প্রজাপতি বানিয়ে কেকের উপরে বসিয়ে দিন।

লাড্ডুর কেরামতি

এটিও চকলেট স্পঞ্জ কেক দিয়ে তৈরি করতে হবে। উপকরণও আগের মতোই ব্যবহার করুন। এ ক্ষেত্রেও দইয়ের ভাঁড়ের মতো একটু লম্বা কেক তৈরি করতে হবে, যাতে চারটি লেয়ার পাওয়া যায়। বাটার ক্রিম ব্রাশ করে কেকটি ফ্রিজে সেট হতে রেখে দিন। আধ ঘণ্টা পরে বার করে ধারালো ছুরি দিয়ে মাঝখান থেকে গোল করে কেটে নিন। তলার দিকটা অবশ্যই গোল হবে না, বসে থাকবে। এ বার হলুদ ফনড্যান্ট একদম ছোট্ট ছোট্ট পিসে কেটে নিতে হবে (চাইলে হলুদ ফনড্যান্টের সঙ্গে কমলা রঙের ফুডকালার মিশিয়ে নিতে পারেন)। তার পর পিসগুলোকে আঙুল দিয়ে গোল করে দানার মতো শেপ দিয়ে কেকের গায়ে বসিয়ে দিন। শেষে গলানো মাখন লাড্ডুর গায়ে ব্রাশ করে দিলে তা দেখতে ও খেতে আরও ভাল লাগবে।

মিলবে উপকার, খেতেও দারুণ, এই সব্জির পায়েস বানান সহজেই

এই সব্জি খেতে অনেকেরই অনীহা। নাম শুনলেই পালায় বাচ্চারা। অথচ শরীরও ঠান্ডা রাখে। মেদও কমায় এই সব্জি। মূত্রনালী সংক্রমণেও ম্যাজিকের মতো কাজ করে লাউ। এদিকে, অনেক বাচ্চা কিংবা বড়রা দুধ খেতেও পছন্দ করে না। কিন্তু দুধ মানেই প্রোটিনের সম্ভার। তাহলে কী করবেন? এই দুইয়ের মিশেলে যদি কোনও পদ হয়? তাহলে করোনা আবহে পুষ্টিও হবে, আবার খেতেও সুস্বাদু হবে এই পদ। খুব সহজেই বাড়িতে বানান লাউয়ের ক্ষীর বা লাউয়ের পায়েস। লাউয়ের বদলে চালকুমড়োও ব্যবহার করতে পারেন।

প্রণালী:—লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে খুব মিহি করে কুচিয়ে নিন।কুচানো লাউগুলিকে ভালো করে নিঙড়ে লাউ থেকে জল বের করে নিতে হবে। দুধ ভালো করে ফুটিয়ে ঘন করে নিতে হবে। কড়াইতে ঘি গরম করে কুচানো কাজুবাদাম গুলোকে হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে এর পর।

এবার আগে থেকে ঘি দেওয়া এই কড়াইতেই জল বের করা লাউগুলোকে হালকা আঁচে ভালো করে ভেজে নিয়ে তাতে ফোটানো দুধ দিয়ে ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। এর মধ্যে চিনি, ভাজা কাজুবাদাম কুচানো এবং কিশমিশ দিয়ে ভালো করে নেড়ে গোটা এলাচ দিয়ে ইচ্ছেমতো ঘন করে নামিয়ে নিলে লাউয়ের পায়েস তৈরি। লাউয়ের পায়েস ঠান্ডা হয়ে গেলে এর উপরে একটু কুচানো কাজুবাদাম, বেদানা কুচি সাজিয়ে মাটির পাত্রে পরিবেশন করুন।

টোম্যাটোর সঙ্গে বিশেষ সব্জি শিখে নিন "ইমিউনিটি বুস্টিং" চাটনি

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেই হবে। খেতে হবে পুষ্টিকর খাবার। করোনা আবহে বার বার এমন কথাই বলছেন চিকিৎসকরা। এমন একটা খাবার বাড়িতে সহজেই রোজ খাওয়া যেতে পারে যা বানাতে ঝক্কিও নেই। খরচও একদমই কম। তা হল টোম্যাটোর চাটনি। তবে এতে পড়ছে বিশেষ একটি সব্জি। যা সাধারণত চাটনিতে দেওয়া হয় না। নুন ও চিনিও খুব কমই ব্যবহার করা হয়েছে। এতে উপকরণও লাগবে একদম সামান্য। বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি।

পুষ্টিবিদ সোমা চক্রবর্তী বলেন, টোম্যাটোতে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট। ফলে এগুলি মুক্ত মূলকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এ ছাড়াও টোম্যাটোতে ক্যালরির পরিমাণ বেশ কম। একটি মাঝারি আকারের টোম্যাটোতে থাকে মাত্র ২৫ ক্যালরি। টোম্যাটো ফাইবার সমৃদ্ধ একটি সব্জি। ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-১২, ফোলেট, ক্রোমিয়াম এ সবই থাকে এতে। এই সব্জিতে ক্যারটিনয়েড, লাইকোপেন এবং বিটা-ক্যারোটিন রয়েছে। এই ফাইটোনিউট্রিয়েন্টসগুলি ক্রনিক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ ছাড়াও এতে রয়েছে পটাসিয়াম। তবে কিডনি বা ইউরিক অ্যাসিডের রোগী হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে তবেই খান টোম্যাটো।

চাটনিতে দেওয়া হয়েছে রসুন।অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ঠাসা এই সব্জি রক্তকে পরিশুদ্ধ রাখে। রক্তে উপস্থিত শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে রসুন।রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে রসুন। কমায় রক্তবাহ নালীর উপর রক্তের চাপও। তাই উচ্চ রক্তচাপের অসুখে ভুগছেন এমন রোগীদের ডায়েটে থাকুক এই সব্জি।

উপকরণ টোম্যাটো ১টি রসুন ৫ কোয়া কাঁচা লঙ্কা ১টি হাফ চা চামচ সর্ষের তেল হাফ চা চামচ নুন হাফ চা চামচ চিনি

প্রণালী:—টোম্যাটো, রসুন আর কাঁচালঙ্কা রোস্ট করে নিতে হবে প্রথমে। অর্থাৎ তেল ছাড়াই কড়াইয়ে দিয়ে অল্প সেঁকে নিতে হবে। আঁচ নিভিয়ে তার মধ্যে সর্ষের তেল, নুন চিনি দিয়ে কড়াইয়ে হাতা চেপে চেপে নরম করে নিতে হবে। এই মিশ্রণটিকে এরপর শিলনোড়া বা মিক্সিতে বেটে নিন। তৈরি ইমিউনিটি বুস্টিং চাটনি। ভাত পাতের শেষে কিংবা রুটি-পরোটার সঙ্গী হিসাবে এই চাটনির জুড়ি মেলা ভার। চাইলে পাউরুটির উপর স্প্রেড হিসেবে ব্যবহার করে গোলমরিচ ছড়িয়ে সন্ধ্যার স্ন্যাক্স বা জলখাবারেও মন্দ লাগবে না।

নাকের তৈলাক্তভাব দূর করতে

লাইফস্টাইল ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম নাকের ওপর বিরক্তিকর তেল চিটচিটেভাব কমানো যায় বিভিন্ন পন্থায়।

তৈলাক্ত ছাড়াও সাধারণ ও শুষ্ক ত্বকের অধিকারীদেরও নাকের ওপর অতিরিক্ত তৈলাক্তভাব তৈরি হয়। এই সমস্যা কমাতে রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল কিছু পন্থা।

ফেইস ওয়াশ: দিনে কম পক্ষে দুবার ফেইস ওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার অভ্যাস করতে হবে। এতে নাকের ওপরের বাড়তি তেলতেলেভাব দূর হবে।

টোনার: ত্বকের তেল নিয়ন্ত্রণে টোনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই মুখ ধোয়ার পরে টোনার ব্যবহার সমস্যার মাত্রা কমাবে।

পানি নির্ভর ময়েশ্চারাইজার: তৈলাক্তভাব কমাতে ক্রিম ভিত্তিক ময়েশ্চারাইজারের বদলে পানি ভিত্তিক ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উপকারী।

শিট মাস্ক: শিট মাস্ক সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থাতেই পাওয়া যায় এবং এটা নাকের তেল চিটচিটেভাব কমাতে সহায়তা করে।

'বেবি সোপ': নাকের তৈলাক্ততার দ্রুত সমাধান চাইলে 'বেবি সোপ' দিয়ে নাক ধুয়ে নিতে পারেন। মুখ এক্সফলিয়েট করা: মুখের ত্বক এক্সফলিয়েট করতে স্ক্রাব ব্যবহার নাকের তেল, উন্মুক্ত লোমকূপের সমস্যা ও ময়লা দূর করতে সাহায্য করবে। ব্লটিং পেপার বা টিস্যু ব্যবহার: তেলতেলেভাব থেকে মুক্তি পেতে 'ব্লটিং পেপার' বা টিস্যু কার্যকর। এটা নাকের বাড়তি তেল শুষে নেয় ও ত্বকের স্বাভাবিকতা বজায় রাখে।

চিলি ওয়াইন ফিশ, কীভাবে বানায় চাউম্যান ?

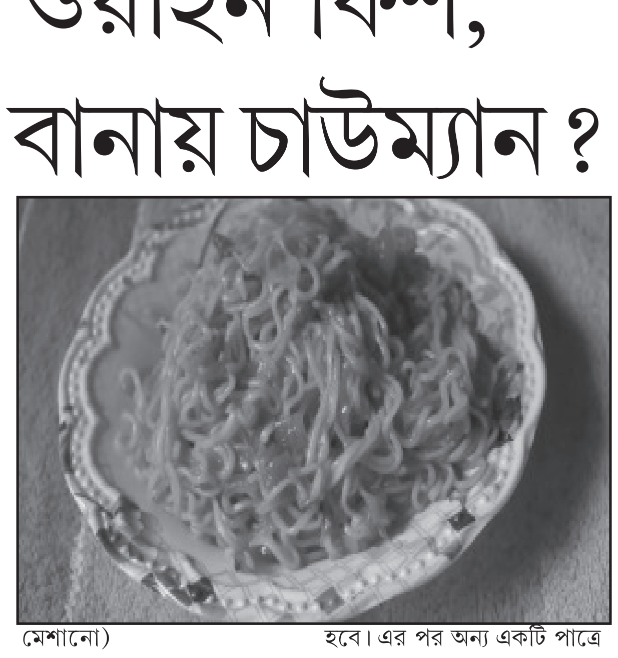

লঙ্কা, অল্প একটু হোয়াইট ওয়াইন আর ভেটকি মাছ। এরই মিশেলে জমে যেতে পারে আজকের ডিনার। মাছের রাজা ইলিশ হলে, রানি বলা যেতেই পারে ভেটকিকে। কাঁটা কম, অতএব খেতেও ঝামেলা কম। এ ছাড়াও ভরপুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকায় এই মাছ অত্যন্ত উপকারী। এই ভেটকি মাছ দিয়েই একেবারে অথেনটিক চিনা খাবার তৈরি করে চাউম্যান। এই রেস্তরাঁর বয়স ১০ পেরিয়ে গেল এই বছরে। ভোজনরসিকদের পছন্দ চিলি ওয়াইন ফিশের রেসিপি আনন্দবাজার ডিজিটালের পাঠকের সঙ্গে শেয়ার করলেন দেবাদিত্য চৌধুরী।

উপকরণ

২০০ গ্রাম ভেটকি মাছ কাঁটা ছাড়িয়ে টুকরো করে রাখা

তেল

লাল-হলুদ-সবুজ ক্যাপসিকাম কুচি

২৫ গ্রাম লাল লঙ্কা (চিরে রাখা)

আধ টেবিল চামচ রসুন কুচি, আদা বাটা

১৫ গ্রাম সেলারি পাতা কুচি

কর্নফ্লাওয়ার অল্প (জল মেশানো)

আধ টেবিল চামচ লঙ্কা বাটা

আধ টেবিল চামচ টোম্যাটো কেচাপ এক টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা

২ টেবিল চামচ হোয়াইট ওয়াইন

২ টেবিল চামচ সাদা ভিনিগার

আধ টেবিল চামত শাহি মরিচ (সাদা মরিচ)

স্প্রিং অনিয়ন কুচি

ডিম ১টি

নুন স্বাদমতো

চিকেন স্টক

প্রণালী:—মাছকে ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, আদা-রসুন বাটা, নুন এবং সাদা মরিচ দিয়ে মাখিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর মাছ ভেজে নিতে হবে। এর পর অন্য একটি পাত্রে দু টেবিল চামচ তেল নিয়ে তার মধ্যে ক্যাপসিকাম, সেলারি পাতা কুচি দিয়ে সাঁতলে নিতে হবে। এর পর লাল লঙ্কা বাটা, ভিনিগার, টোম্যাটো কেচাপ এবং চিকেন স্টক দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। এ বার গ্রেভির মধ্যে মাছগুলি যোগ করতে হবে। এরপর কর্নফ্লাওয়ার স্লারি (জল মেশানো কর্ন ফ্লাওয়ার) যোগ করতে হবে। ছিটিয়ে দিতে হবে হোয়াইট ওয়াইন। এরপর স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি চিলি ওয়াইন ফিশ। চাউম্যানের স্বাদ কি বাড়ির হেঁসেলে মিলল? জানাতে ভুলবেন না!

স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য টিকাকরণ নীতি সুনিশ্চিত করুন করোনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনা প্রতিষেধক নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'দেশের ৬৪ু ভ্যাকসিন বিদেশে পাঠিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মরে গেলেও এখন ভ্যাকসিন পাবে না মানুষ।' লিখেছেন, "অনুরোধ করছি স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য টিকাকরণ নীতি সুনিশ্চিত করুন। "

খোলা বাজার থেকে প্রতিষেধক কেনার ক্ষেত্রে অনেক দেরিতে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। এদিন এই দাবি করে মমতা বলেন, 'শেষ মুহূর্তে খোলা বাজার থেকে প্রতিষেধক কেনায় ছাড়পত্র দিয়েছে। খোলা বাজারে ওষুধের জোগান থাকতে হবে।'কড়া সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেরিতে ঘোষিত সর্বজনীন প্রতিষেধক সিদ্ধান্ত কার্যত অন্তঃসারশূন্য। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত সঙ্কটের সময় দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল ছাড়া কিছু নয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালই জানিয়েছেন, রাজ্যে অতিরিক্ত ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক সরবরাহের বিষয়টি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়লেও, এখনই যে লকডাউন হচ্ছে না, তা সোমবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। ইঙ্গিত দেন, করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই নাইট কার্ফু চালু হলেও, বাংলায় সেই সম্ভাবনা এখনই নেই। তিনি বলেন, কারফিউ কোনও সমাধান নয়। রাত্রিকালীন কার্ফু করে কিছু হবে না। করোনা মোকাবিলায় কী করণীয়, তারই উপায় বাতলাতে কলকাতার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল রাজ্য সরকার।পরিস্থিতি সামলাতে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে গতবারের চেয়েও করোনার জন্য ২৫-৩০ শতাংশ বেড বাড়াতে বলল রাজ্য সরকার। জরুরি নয়, এমন অস্ত্রোপচার আগামী ১৫ দিন হবে না।

মমতা প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, '২৪ তারিখে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম কেন্দ্রকে। অনুরোধ করেছিলাম, যাতে রাজ্য সরাসরি টিকা কিনে মানুষকে দিতে পারে তার জন্য হস্তক্ষেপ করতে। কিন্তু সেই চিঠির কোনও উত্তর পাইনি'। এর পর মমতা লেখেন, 'দ্বিতীয় তরঙ্গে সংক্রমণ যখন হু হু করে বাড়ছে, তখন কেন্দ্র অন্তঃসার শূন্য বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর পথ নিয়েছে'। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় ঘোষণায় টিকার কার্যকারিতা, গুণমান, সরবরাহ নিয়ে সমস্যা সমাধানের কোনও পথ দেখানো হয়নি, রাজ্য কত দামে টিকা কিনতে পারবে, সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। আমাদের আশঙ্কা, এই ঘোষণার ফলে বাজারে অসাধু প্রবণতা দেখা যেতে পারে, যা সাধারণ মানুষের টিকা কেনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে'। এর পর লেখেন, 'এখন বাজারে টিকা অমিল। দ্রুত এর সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যাতে প্রতিষেধক সকলেই পান'। শেষে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আপনার কাছে আমার অনুরোধ স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য টিকাকরণ নীতি সুনিশ্চিত করুন, যাতে দেশের সব মানুষ সুলভ মূল্যে টিকা পান'।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৯১ বেড়ে বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু ১০,৫৮৮ জনের

ঢাকা, ২০ এপ্রিল (হি.স.) বাংলাদেশেও বেড়েই চলেছে করোনা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৯১ জনের। এ নিয়ে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৫৮৮ জন। এর আগের দিন সোমবার দেশে রেকর্ড মৃত্যু হয়েছে ১১২ জনের। মঙ্গলবার বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪ হাজার ৫৫৯ জন।এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৮০ জন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়ে আরও বলা হয়েছে এদিন সুস্থ হয়েছেন আরও ৬ হাজার ৮১১ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ১১১ জন।

সুশান্ত সিং রাজপুতের জীবনী চলচ্চিত্রের নিষেধাজ্ঞা দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স) : সুশান্ত সিং রাজপুতের জীবন আধারিত চলচিত্রের নির্মাতাদের নোটিস ধরাল দিল্লি হাইকোর্ট। প্রয়াত অভিনেতার বাবা কে কে সিংয়ের নিষেধাজ্ঞার দাবিতে আদালত মঙ্গলবার এই রায় ঘোষণা করে।

গত বছর থেকেই বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জীবন এবং মৃত্যুর তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে ছবি তৈরির কথা উঠছে। ২০২০ সালের ১৪ জুন সুশান্তের বান্দ্রার আবাসনে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তার পর থেকে উত্তাল গোটা দেশ। প্রশ্ন ওঠে, আদৌ কি অভিনেতার মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা? নাকি এমন সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে কারও প্ররোচনা? এমনকি হত্যার প্রসঙ্গও ওঠে সে সময়ে। একাধিক পরিচালক এই বিষয়ে চিত্রনাট্য লিখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সুশান্তের পরিবার সে বিষয়ে আপত্তি জানাতে আদালতের দ্বারস্থ হল। প্রয়াত অভিনেতার বাবা কে কে সিং দিল্লি উচ্চ আদালতে সুশান্তের জীবনী চিত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন জানালেন। তারই ভিত্তিতে নির্মাতাদের নোটিস ধরালেন বিচারপতি মনোজ কুমার ওহরি। যেখানে বলা হয়েছে, অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবনের কোনও তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। এতে অভিনেতা ও তাঁর পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হবে। সুশান্তের উত্তরসুরীদের অনুমতি ছাড়া কোনও চলচ্চিত্র বা লেখা প্রকাশ করা যাবে না।

রাজপুতের বাবার আবেদনে জানিয়েছেন, সুশান্তের মৃত্যু-তদন্ত এখনও বিচারাধীন। যে ছবিটিকে নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে, তা আদপে ঘটনার সাক্ষী এবং তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি জনসাধারণের মানসিকতায় প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ায় অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠরাই এই ছবির পিছনে রয়েছেন বলে সুশান্তের বাবা মনে করছেন। আবেদনপত্রের দাবি, অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবেই এই ছবিটি বানানো হচ্ছে।

স্বস্তি যোগী সরকারের, লকডাউন নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিরস্কৃত হলেও, সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। উত্তরপ্রদেশে করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে যোগী সরকারকে তিরস্কার করে উত্তর প্রদেশের ৫টি শহরে লকডাউনের নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল উত্তর প্রদেশ সরকার। মঙ্গলবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশে করোনা-সংক্রমণ রুখতে কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে যোগী সরকার, সেই বিষয়ে হাইকোর্টে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত।

সোমবার লখনউ, প্রয়াগরাজ, বারাণসী, কানপুর এবং গোরক্ষপুর উত্তরপ্রদেশের এই ৫ শহরে আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন করার নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল উত্তর প্রদেশ সরকার।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির সময় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, উত্তরপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যেই সংক্রমণ রুখতে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দিয়েছে ও ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ৫ শহরে লকডাউন করা হলে প্রশাসনের সমস্যা হবে। তাই এই মুহূর্তে লকডাউন করা হয়তো উচিত হবে না। পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আদালতকে জানান তিনি। এই আবেদনের পরেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় দেশের শীর্ষ আদালত।

রাত ন'টা থেকে সকাল পাঁচটা, ১ মে অবধি তেলেঙ্গানায় নৈশ কারফিউ

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে এবার রাত্রিকালীন কারফিউ লাগু করার সিদ্ধান্ত নিল তেলেঙ্গানা সরকার। তেলেঙ্গানায় আগামী ১ মে পর্যন্ত রাত ন'টা থেকে সকাল পাঁচটা অবধি লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ।

এই সময়ে শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবাকেই অনুমতি দেওয়া হবে। রাত আটটার মধ্যেই বন্ধ করে দিতে হবে সমস্ত অফিস, দোকান, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি।

মঙ্গলবার তেলেঙ্গানা সরকার নির্দেশিকায় জানিয়েছে, তেলেঙ্গানায় করোনা-রুখতে নানা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। করোনাকে ঠেকাতে আগামী ১ মে পর্যন্ত রাত ন'টা থেকে সকাল পাঁচটা অবধি লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা ছাড়া, বাকিদের গতিবিধিতে বিধিনিষেধ থাকবে রাত ন'টার পর থেকে।

মৃত্যু আরও ১৮ জনের, তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্ত ৩.৬১ লক্ষাধিক তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ১৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৫,৯২৬ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৫৯ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,১৬,৬৫০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ১৮ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ১, ৮৫৬ জনের প্রাণ। তেলেঙ্গানায় বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ২,২০৯ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪২,৮৫৩ জন।

মঙ্গলবার দিনভর শিয়ালদায় বাতিল ৫৬টি লোকাল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবার রাজ্যের ব্যস্ততম লোকাল ট্রেন পরিষেবা স্থল পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনে ৫৬টি লোকাল ট্রেন বাতিল হচ্ছে। সূত্রের খবর, রেলের কর্মীরা কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় এই অবস্থা।

পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের প্রায় ৯০ জন কর্মী কোভিডে আক্রান্ত। এদের একটা বড় অংশই লোকাল ট্রেনের চালক ও গার্ড। এদের শূণ্যস্থান পূরণ করার মতো লোক নেই পূর্ব রেলের হাতে। তাই ট্রেন বাতিক করার পথে হাঁটতে হয়েছে তাঁদের। তবে পূর্ব রেলের দাবি, দিনের ব্যস্ত সময়ে কোনও ট্রেন বাতিল করা হয়নি। তাই ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার শিয়ালদা ডিভিশনে যে ৫৬টি ট্রেন বাতিল থাকছে তার মধ্যে রয়েছে ব্যারাকপুর লোকাল, নৈহাটি লোকাল, ডানকুনি লোকাল, গোবরডাঙ্গা লোকাল, দত্তপুকুর লোকাল, ও সোনারপুর লোকাল। মূলত স্বল্প দূরত্বের ট্রেন বাতিল করেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। যে সংখ্যক ট্রেন বাতিল হয়েছে তাতে যাত্রী পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছেন পূর্ব রেলের আধিকারিকেরা।

তবে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা কিছুটা আলাদাই। তাঁদের দাবি সকালের দিকেও ট্রেন বাতিল থাকছে। তার রেশ এসে পড়ছে ব্যস্ত সময়ের ট্রেনে। তার জেরে ভিড় যেমন বেড়েছে তেমনি ভিড়ের চোটে অনেকেই ট্রেনে উঠতে পারছেন না।

রেলের আধিকারিকেরাই জানাচ্ছেন রাজ্যে লকডাউন লাগু হতে যত দেরী হবে ততই রেলকর্মীদের মধ্যে যেমন করোনার সংক্রমণ ছাড়াবে। তেমনি লোকাল ট্রেনের হাত ধরেও তা রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে গেলে রেলের কর্মীদের দ্রুত টিকাকরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যার ব্যবস্থা রেল দফতরকেই করতে হবে।

এই বিষয়ে পূর্ব রেলের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, শিয়ালদা ও হাওড়া ডিভিশনে তাঁদের একাধিক গার্ড, মোটরম্যান, সিগন্যাল-টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের কর্মীরা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই রেল পরিষেবা চালু রাখতে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদেরকে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কমল দাস জানিয়েছেন, "আমরা নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। সেই পরিষেবা দেওয়ার কাজ আমরা করেও চলেছি। কিন্তু যে ভাবে কর্মীরা আক্রান্ত হতে শুরু করেছেন তাতে পরিষেবা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রেল স্টেশনে যাত্রীদের করোনা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার শুরু করেছে রেল। রেল কর্মীদের জন্যেও গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। তবে বহু ক্ষেত্রেই কাজের জন্যে কর্মীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিপদ বাড়ছে রেল কর্মীদের মধ্যে। যার প্রভাব পড়ছে রেল পরিষেবায়।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দিল্লিতে এখন ২৪৬২টি বেড খালি জানালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স) :রাজধানী দিল্লিতে এখন ২৪৬২টি বেড খালি রয়েছে বলে জানালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। মঙ্গলবার তিনি একথা জানিয়ে বলেছেন, কোভিড-১৯ সংক্রমনের সংখ্যা রাজধানীতে যেভাবে আছড়ে পড়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক। তা সত্ত্বেও মোট ১৮৯২৩ গুলো বেডের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ১৬৪৬১টি বেড ভর্তি থাকলেও ২৪৬২টি বেড এখনও খালি রয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে কোভিড-১৯ সংক্রমনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির হাসপাতালগুলোতে বেড বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল গত ১৯ এপ্রিল থেকে ছয়দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন। ভাইরাস সংক্রমণের চেইন ভাঙার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ হাসপাতাল হিসেবে আজ বিকেল থেকে রাধাস্বামী সতসং খুলে যাওয়া হচ্ছে।

করোনা আক্রান্ত টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স) : করোনা আক্রান্ত এবার টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে নিজেই জানালেন সে কথা।এর আগে শুভশ্রীর স্বামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী রাজ আপাতত ব্যারাকপুরে রয়েছেন নির্বাচনের জন্য। শুভশ্রীর পোস্ট থেকেই জানা যায়, তাঁদের ৬ মাসের পুত্র-সন্তান ইউভান সুস্থ রয়েছে। শুভশ্রীর থেকে দূরে রাখা হয়েছে তাকে।

এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত সহ আরও অনেকেই। শেষ ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৪২৬ জন। এক দিনে রাজ্যে করোনার মৃত্যুর সংখ্যাও উদ্বেগে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের।

শেষ মুহূর্তে জেপি নাড্ডার সভা-সমাবেশ বাতিল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবার প্রায় শেষ মুহূর্তে বাতিল হল বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি

জেপি নাড্ডার নির্বাচনী সূচি। সূত্রের খবর, করোনার সতর্কতার জন্যই বাতিল হল এগুলো।এদিন নাড্ডাবাবুর সূচিতে ছিল বারাবনী বিধানসভা কেন্দ্রের রূপনারায়ণপুরে বাগচিমোড় থেকে দাবার মোড় পর্যন্ত পথযাত্রা। সেটি বাতিল হয়।এর পর বেলা ১টায় তপন বিধানসভা কেন্দ্রের পাতিরাম বিএসএফ গেট থেকে কদমতলা এবং বিকেল ৪টে ৪০-এ উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুরে মিনার্ভা থিয়েটার থেকে মালাপাড়া পর্যন্ত ছিল পথযাত্রা। বিকেল ৫টা ৪০-এ কাশীপুরে-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রেও একটি অনুষ্ঠান ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী সভায়। নমোর নির্বাচনী কর্মসূচিতে কাটছাঁট করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলায় মোদীর আর যে চারটি সভা রয়েছে, তা একদিনে করা হবে। বাংলায় মোদীর সভা প্রসঙ্গে সোমবারই টুইটারে বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় লেখেন, "পিএমও-র নির্দেশ মেনে প্রধানমন্ত্রীর সভায় বদল করা হয়েছে। সামাজিক দুরত্ববিধি মেনেই সভার আয়োজন করা হবে।" সংক্রমণমুক্ত করেই মোদীর সভায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। রাখা হবে বড় এলইডি স্ক্রিন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনার বাড়বাড়ন্ত, পর্যটকদের ভারতে আসতে নিষিদ্ধ করল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ হু হু করে বাড়ছে। দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। এমতাবস্থায় নিজেদের দেশের নাগরিক ও পর্যটকদের ভারতে আসতে নিষিদ্ধ করল আমেরিকা। যদি, কাউকে ভারতে যেতেই হয়, তাহলে সম্পূর্ণ টিকাই নিয়েই যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভারতে যান। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভারতের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' বলে উল্লেখ করেছে।

সিডিসি-র জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ভারতের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি যে আকার নিয়েছে, তাতে টিকা নেওয়া পর্যটকেরও কোভিডে সংক্রমিত হওয়ার এবং সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সে জন্যই পর্যটকদের এখন ভারতে না যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি ভারতে যেতেই হয়, তা হলে ভ্রমণের আগে টিকার ডোজ অবশ্যই নিতে হবে। প্রত্যেক পর্যটকের উচিত মাস্ক পরা, ৬ ফুটের দূরত্ব বজায় রাখা, ভিড় এড়ানো এবং হাত ধোয়া'।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৩৭ জনের, পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত ৭.৬৬ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ১০০ ছাড়াল। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫, ৪৪৫ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৬,৪৫৩ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৮২ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৩১ জন। মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৪৪৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৬৬,৮৮২। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৩,২৯৮। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৬,৬৭,১৩১ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৮.০১ শতাংশ।

৬-দিনের লকডাউনে আতঙ্ক! দিল্লি ছাড়ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ফের ফিরে এল লকডাউনের আতঙ্ক। এবার অবশ্য মাত্র ৬-দিনের জন্য লকডাউন লাগু হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে, এই ৬-দিনের লকডাউনের আতঙ্কেই দিল্লি ছাড়ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে যাচ্ছেন নিজ নিজ বাড়িতে। করোনার বাড়বাড়ন্তে লাগাম টানতে সোমবারই দিল্লিতে ৬-দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পরিযায়ী শ্রমিকদের তিনি দিল্লি না-ছাড়ার জন্য হাতজোড় করে অনুরোধও করেন। কিন্তু, কেজরিওয়ালের অনুরোধ কেউ যে শোনেননি, তা বিভিন্ন বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখলেই বোঝা যাবে। ৬-দিনের লকডাউন ঘোষণার পর সোমবার থেকেই দিল্লির বিভিন্ন বাস টার্মিনালে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় পড়ে যায়, একই ছবি দেখা গেল মঙ্গলবারও। এদিন সকালে দিল্লির আনন্দ বিহার বাস টার্মিনালে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বাসে চেপে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। উল্লেখ্য, করোনা-রুখতে সোমবার রাত দশটা থেকে দিল্লিতে লাগু হয়েছে লকডাউন। আগামী ২৬ এপ্রিল সকাল পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে বিধিনিষেধ।

১৬ বছর বয়স হলেই আমেরিকায় মিলবে করোনা-টিকা : সিডিএস

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ১৬ বছর বয়স হলেই মিলবে করোনাভাইরাসের টিকা। ১৬ বছর এবং ১৬-র ঊর্ধে সকলেই টিকা পাওয়ার যোগ্য আমেরিকায়। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)। মার্কিন স্বাস্থ্য এজেন্সির সর্বশেষ সুপারিশ অনুযায়ী, ১৬ বছর এবং ১৬ বছরের বয়সের ঊর্ধে যাঁদের মধ্যে করোনার ঝুঁকি রয়েছে, তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়ে টিকা দিতে হবে। এবার আমেরিকায় ১৬ বছর বয়স হলেই মিলবে করোনাভাইরাসের টিকা।

উল্লেখ্য, আমেরিকায় ধীরে ধীরে কমছে করোনার বাড়বাড়ন্ত। তবে, সংক্রমণ ও মৃত্যুতে একেবারে রাশ টানা যাচ্ছে না। আমেরিকায় সোমবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১,৬৫০ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৮৮ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩২,৪৭৫,০৪৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪৮৮ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৪২ জনের।

করোনা-আক্রান্ত কেজরিওয়ালের স্ত্রী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কোয়ারান্টাইনে

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী। স্ত্রী কোভিডে সংক্রমিত হওয়ায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছেন। এ বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রের খবর, করোনার উপসর্গ দেখা দেওয়ায় করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা। সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী। স্ত্রী কোভিডে সংক্রমিত হওয়ায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছেন।

করোনা-আক্রান্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, কোভিড পজিটিভ রাজীব কুমারও

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। এবার কোভিডে সংক্রমিত হলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র। করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারও। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার এখন বাড়ি থেকেই কাজ করছেন। কিছু দিন আগেই, গত ১৩ এপ্রিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন সুশীল চন্দ্র। এরইমধ্যে করোনা দেশে হু হু করে বাড়ছে, এবার তিনিও কোভিডে সংক্রমিত হলেন। নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও ৩ দফার ভোট বাকি, এই পরিস্থিতিতে করোনায় আক্রান্ত হলেও নিজেদের কাজ ও দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সুশীল ও রাজীব। নিভৃতবাসে থেকেও দুই কর্তা প্রতিনিয়ত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পশ্চিমবঙ্গে বাকি তিন দফার নির্বাচন নিয়ে। কাজে কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

১,৬০৭ বেড়ে মোট মৃত্যু ৩.৭৫ লক্ষাধিক, ব্রাজিলে ক্রমেই নিম্নমুখী সংক্রমণ

রিও ডি জেনেইরো, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে ধীরে ধীরে কমছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৬০৭ জনের, এই সময়ে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,৬৪২ জন। ফলে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৬০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ০৪৯-তে পৌঁছেছে।

আগের দিনের তুলনায় করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা কমেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৪,৬৪২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৩,৯৭৭,৭১৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,৪৬০,৭১২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৪১,৯৫২ জন।

আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যু ৪৮৮, ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৫২ হাজার ছুঁইছুঁই

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ধীরে ধীরে কমছে করোনার বাড়বাড়ন্ত। তবে, সংক্রমণ ও মৃত্যুতে একেবারে রাশ টানা যাচ্ছে না। আমেরিকায় সোমবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১,৬৫০ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৮৮ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩২,৪৭৫,০৪৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪৮৮ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৪২ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ হাজার ৬৫০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৮৮ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৪৭৫,০৪৩-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,০৪৩,৪৬৩ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার ০৩৮ জন।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে নিকেশ কুখ্যাত মাওবাদী, পিস্তল ও আইইডি উদ্ধার

রায়পুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়া জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন কুখ্যাত মাওবাদী। নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ১৫টিরও বেশি অপরাধের মামলা রয়েছে ওই মাওবাদীরা বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এনকাউন্টারে ওই মাওবাদীরা মৃত্যুর পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি ৯ এমএম পিস্তল, ৩ কেজি ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) এবং ওষুধ।

দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লব জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার সকাল ছ'টা নাগাদ দান্তেওয়াড়া জেলার নীলাওয়া জঙ্গলে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) জওয়ানদের গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন মাওবাদী। নিহত মাওবাদীর নাম-কোসা। নীলাওয়ার মাল্লাপারার বাসিন্দা, বিগত ১৫ বছর ধরে মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে সে সক্রিয় ছিল। কোসা মালাঙ্গির এরিয়া কমিটির সদস্য ছিল।' এসপি আরও জানিয়েছেন, নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ১৫টিরও বেশি অপরাধের মামলা রয়েছে ওই মাওবাদীরা বিরুদ্ধে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি ৯ এমএম পিস্তল, ৩ কেজি ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) এবং ওষুধ।

হাওড়া নদীতে অষ্টমীর স্নান। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ঊর্ধ্বগমন অব্যাহত করোনার বাতিল ইউজিসি নেট পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : ঊর্ধ্বগমন করোনার সংক্রমণ রুখতে একের পর এক পরীক্ষা বাতিল করছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। এবার আপাতত বাতিল হয়ে গেল ইউজিসি নেট পরীক্ষা। ২ মে হওয়ার কথা ছিল ইউজিসি নেট পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক টুইট করে জানিয়েছেন নেট বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। ভবিষ্যতে পরীক্ষা কবে হবে সেদিন আপাতত ঠিক হয়নি। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি জানিয়েছে, পরীক্ষার অন্তত ১৫ দিন আগে সে বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বেড়ে চলা করোনা আবহে ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষা। আইসিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে জুন মাসে। এর আগেও একাধিক পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। প্রথমে মহারাষ্ট্র সরকার বোর্ডের দ্বাদশ ও দশম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছিল। তারপর শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক ও উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর বাতিল হয় মেডিক্যাল স্নাতকোত্তর নিট পরীক্ষা। উল্লেখ্য, গত দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১, ৭৬১ জন। যা সর্বকালীন রেকর্ড। একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৭০ জন।

করোনা-পরিস্থিতির কারণে বাতিল হয়ে গেল আইসিএসই (দশম শ্রেণী)-র পরীক্ষা। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইএসসি অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে জুন মাসে। এমনটাই জানিয়েছে কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশন (সিআইএসসিই) বোর্ড।

করোনা-পরিস্থিতির কারণে গত শুক্রবারই আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষার নয়া সূচির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সরকারী নির্দেশ অমান্য করে গন্ডাছড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চলছে পঠন পাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ এপ্রিল।। সরকারী আদেশকে অমান্য করে দিব্বি চলছে গন্ডাছড়া সেন্ট আরনল ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের পঠনপাঠন। করোনা মহামারি জনিত পরিস্থিতির কারনে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তর গত ১৭ এপ্রিল থেকে সমস্ত সরকারি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা করে। কিন্তু দেখা গেছে গন্ডাছড়া সেন্ট আরনল ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল প্রসাদ রাও দিব্বি স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ স্কুলের অভিভাবকরা বিষয়টি গন্ডাছড়া মহকুমা সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জানাল এবং সাংবাদিকরা স্কুলে ছুটে যেতেই প্রিন্সিপাল ক্লাস রুমের পেছনের দরজা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল থেকে পাঠিয়ে দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের এহেন দায়িত্বজ্ঞান হীনতার দরুন অভিভাবক মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যদিও প্রিন্সিপাল নিজের দোষ ডাকতে সাংবাদিকদের জানান রাজ্য সরকারের নির্দেশনাকে মান্যতা দিয়ে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে এসেছে তাদের ফোন নাম্বার দেবার জন্য এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও ফোন নাম্বার নেবার জন্য। যাতে করে অনলাইনে ক্লাস করা যায়।

মনমোহন সিংয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়ে এইমসের ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসা চলছে করোনা আক্রান্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের। মঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল জানিয়ে একটি টুইট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন।

টুইটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। হর্ষ বর্ধন এ-ও জানিয়েছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে যথাসম্ভব ভাল চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে রাখা হয়েছে। সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ করোনা আক্রান্ত মনমোহন সিং-কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত রবিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়ে মনমোহন সিং টিকা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপরেই তিনি নিজে করোনায় আক্রান্ত হলেন। হিন্দুস্থান সমাচার

করোনা বিধি অমান্য, ৪ লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায়, পশ্চিম জেলায় সবচেয়ে বেশি

আগরতলা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : ত্রিপুরায় কোভিড- ১৯ বিধিনিষেধ অমান্য করায় এখন পর্যন্ত ৪,৬৩,৯৬০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে প্রশাসন। সবচেয়ে বেশি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১০১১ জনের কাছ থেকে ২,০২,২৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্য সচিব মনোজ কুমার এক বিবৃতি-তে জানিয়েছেন, রাজ্যে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জনগণ যাতে মাস্ক ব্যবহার করেন এবং সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে বজায় রাখেন তা সুনিশ্চিত করার জন্য ‘দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস, ২০২০”র আওতায় বিধি অমান্যকারীদের জরিমানা করার জন্য জেলাশাসকদের বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসন কোভিড বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসকদের পক্ষ থেকে শেষ দুটি শনিবার (১১ ও ১৭ এপ্রিল) মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে পালন করা হয়েছে এবং কোভিড-১৯ বিধি অমান্য করার জন্য জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তিনি জানান, মাস্ক না পরার জন্য ২,৩২৬-র মত ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে এবং ৪,৬৩, ৯৬০ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে।

তিনি জরিমানা আদায়ের জেলাভিত্তিক হিসাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ধলাই জেলা থেকে প্রায় ২৫৭ জনের কাছ থেকে ৫১,৫০০ টাকা, গোমতী জেলায় প্রায় ৩১৬ জনের কাছ থেকে ৬৩,৩০০ টাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১২০ জনের কাছ থেকে ২৪,০০০ টাকা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১০১১ জনের কাছ থেকে ২,০২,২৫০ টাকা, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ২৪৩ জনের কাছ থেকে ৪৭,৯১০ টাকা, ঊনকোটি জেলায় প্রায় ৮১ জনের কাছ থেকে ১৬,২০০ টাকা, খোয়াই জেলায় প্রায় ১৪২ জনের কাছ থেকে ২৭,৫৫০ টাকা, সিপাহীজলা জেলা থেকে প্রায় ১৫৬ জনের কাছ থেকে ৩১,২৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং কোভিড বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় অব্যাহত রাখতে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কারুশিল্প গুরু কৃষ্ণ দাশ পালের প্রয়ানে গভীর শোক

আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। রাজ্য তথা দেশের বাঁশ বেত ভিত্তিক কারুশিল্পের খ্যাতনামা কারুশিল্পী কৃষ্ণ দাশ পাল স্বল্প রোগ ভোগের পর রবিবার আগরতলার মধ্য প্রতাপগড়স্থিত নিজ বাসভবনে ঊনআশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা তাঁত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগম লিঃ এর চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ঐতিহ্য আর বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে অ্যামওয়ে নিয়ে এলো চ্যবনপ্রাশ

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: শারীরিক সক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চ্যবনপ্রাশের ব্যবহার যুগযুগ ধরে চলে আসছে। এবার এই চ্যবনপ্রাশ তৈরিতে এগিয়ে এলো অ্যাময়ের নিউট্রিলাইট। উন্নত মানের ও সঠিক গুণসম্পন্ন এই চ্যবনপ্রাশ ১৬টি প্রত্যায়িত জৈব উপাদানের পুষ্টি-সমৃদ্ধ ৩২টি ঔষধি ভেষজ দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে বড় কথা, এর মধ্যে কোনো ধরনের প্রিজারভেটিভ অর্থাৎ সংরক্ষণ করে রাখার জন্য কৃত্রিম উপাদান মেশানো হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক বেশি কার্যকর ও স্বাস্থ্যকর হবে। সূচনা লগ্নে পাঁচশ গ্রামের এই চ্যবনপ্রাশের দাম থাকছে ৪৯৯ টাকা।

অ্যামওয়ের চ্যবনপ্রাশের বাজারজাতকরণের ঘোষণা দিয়ে সংস্থার সি.ই.ও. অংশু বুধরাজা জানান, ভিটামিন এবং সম্পূরক খাবারের দুনিয়াতে অ্যামওয়ের অসাধারণ উপস্থিতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেই চ্যবনপ্রাশ উৎপাদনের উদ্যোগ। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী জানান, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় ভেষজের ব্যবহার করে পুষ্টি-সম্পূরক নানা পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। তাই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগলবন্দী অ্যামওয়ের চ্যবনপ্রাশের সৃষ্টি করেছে। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিএমও অজয় খান্না বলেন, উপকারী ভেষজগুলোর খাঁটি ব্যবহারের দিকেই গুরুত্ব দিয়েছে অ্যামওয়ে। তাই এই চ্যবনপ্রাশে ব্যবহৃত উপাদান সম্পূর্ণ অর্গ্যানিক।

ছন্দনীড়ের ‘কবিপ্রণাম’ আয়োজন বাতিল

আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। করোনার দাপটে এবারও বাদ যাচ্ছে ছন্দনীড়ের ‘কবিপ্রণাম’ উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। যে আয়োজনের দিকে গোটা বছর তাকিয়ে থাকে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা। রাজধানী আগরতলা তো বটেই রাজ্যের সর্ববৃহৎ রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ছন্দনীড়ের ‘কবিপ্রণাম’। কবিপ্রণাম উপলক্ষ্যে পঁচিশে বৈশাখের ভোরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আগে হয়ে থাকে প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন। যার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে রবীন্দ্র চর্চার প্রতি আগ্রহের ভিত তৈরি করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। কিন্তু করোনার আক্রমণে এবার এই প্রতিযোগিতা আর হচ্ছে না। গত বছরও করোনার জন্যই এই প্রতিযোগিতাটি ঐতিহ্য ভেঙ্গে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তখন সবার আশা ছিল, আগামী বছর নিশ্চয়ই এমন আর হবে না। কিন্তু এক বছরেও পরিস্থিতির বদল হলো না। তাই এই সিদ্ধান্ত। সারা দেশে করোনার গ্রাফ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে মূল অনুষ্ঠানও অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ ছন্দনীড়ের আয়োজকরা করোনা নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন। মূল অনুষ্ঠান এবার করা না গেলেও অনলাইনে ছন্দনীড় কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানটি করার উদ্যোগ নেবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

তেলিয়ামুড়াতেও বাসন্তী পূজা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২০ এপ্রিল।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ন্যায় তেলিয়ামুড়া শহরের উপকণ্ঠে ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। উক্ত ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজোর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে পুজোর শুভারম্ভ করেন ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। এছাড়াও এ দিনে এই ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পূজার মণ্ডপে শহরের ভক্ত পরায়ণদের উপস্থিতির হার ছিল চোখে পড়ার মতো, অন্যদিকে এই ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পূজা ব্যাপারে জানতে চাইলে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় জানান তিন বছর যাবত এই পুজো এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কিন্তু গত বছর করুণা মহামারীর কারণে এই পুজো হয়নি। এ বছরও কিন্তু মোটামুটি ভাবে করুণার প্রকোপ রয়েছে সর্বত্র। তাই ধর্ম পরায়ন লোকেদের প্রতি বিধায়িকা আহ্বান জানিয়েছেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরিধান করে এই পুজোয় আনন্দ উপভোগ করার জন্য।এইদিকে বাসন্তী পুজোর আয়োজন করে তেলিয়ামুড়ার পুরাতন টি আর টি সি ব্যবসায়ীবৃন্দ।বিগত তিন বছর ধরে উদ্যোক্তারা পুজোর আয়োজন করে আসছে।তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে ছোট পরিসরে পূজার আয়োজন করে উদ্যোক্তারা।

অন্যদিকে একই দিনে বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের হাত ধরে তেলিয়ামুড়া শহরের উপকণ্ঠে আদর্শ ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র নামে একটি ভুয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। তাছাড়া ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধনের পর বিধায়িকার হাত ধরে তেলিয়ামুড়া শহরের জনৈক এক ব্যক্তির হাতে ধোঁয়া পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

সেখানে তার শারিরিক পরিক্ষা হয়।পরিবারের তরফ থেকে মামলা করা হয় কুমারঘাট থানায়। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন কুমারঘাট থানার আধিকারিক প্রদ্যুত দত্ত। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আসামের কামরূপ জেলার হাবিগঞ্জ থানায় মামলা রুজু করা হয়।মেয়ের মা আরও জানান যে ধর্মনগরের একটি ছেলের সাথে উনার মেয়ের কথা হতো।সেই সূত্র ধরেই আসাম পুলিশ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।এবং ধর্মনগর থানার এ এস আই বিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে অভিযুক্ত বিশ্বজিত দেবনাথকে আটক করতে সক্ষম হয়। মঙ্গলবার অভিজুক্তকে ধর্মনগরনগর আদালতে সোপর্দ করা হয়।

মঙ্গলবার আইজিএম হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ঘুরে দেখেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। ছবি নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, গত বছর যখন দেশে কয়েকজন করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলেছিল, তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। এটা একটা দলগত প্রচেষ্টা। যে কারণে দুটি ভারতীয় প্রতিষেধক নিয়ে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। টিকাকরণের শুরু থেকেই সব শ্রেণির মানুষের কাছে প্রতিষেধক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আগের মতোই সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে টিকা মিলবে। আমাদের সকলের চেষ্টা হল প্রাণ বাঁচানো। আর্থিক গতিবিধি এবং জীবিকার উপর যাতে ন্যূনতম প্রভাব পড়ে, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য দেশের কর্মশক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব টিকাকরণ করা হবে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর অনুরোধ, যে শ্রমিকরা যেখানে আছেন, সেখানেই থাকার বিষয়ে আশ্বস্ত করুন। সেখানেই টিকা দেওয়া হবে। সেখানেই কাজ করা হবে।

এদিন তিনি সকলকে আশ্বস্থ করে বলেন, গতবারের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি পুরোপুরি আলাদা। গত বছর গবেষণাগার ছিল না। পিপিই কিট অপ্রতুল ছিল। দেশের মানুষ ধৈর্য এবং সংযমের সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এই কৃতিত্ব দেশবাসীর।

দেশবাসীর কাছে তাঁর আবেদন, সংকটের সময় এগিয়ে আসুন। যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের সাহায্য করুন। যুব প্রজন্মের কাছে অনুরোধ, নিজেদের এলাকায় ছোটো ছোটো কমিটি তৈরি করে করোনা সুরক্ষাবিধি মেনে চলার শিক্ষা দিন। তাহলে কনটেনমেন্ট জোন, কার্ফুর প্রয়োজন পড়বে না। লকডাউন তো দূরের কথা।

পাশাপাশি বড়দের বাইরে যাওয়া আটকাতে ছোটোদের কাছে আবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ছোটোদের কাছে অনুরোধ, বাড়িতে এমন নিয়ম চালু কর, যাতে তাঁরা একেবারে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে না বের হন। এই অবস্থায় দেশকে লকডাউন থেকে বাঁচাতে হবে। রাজ্যগুলির কাছে আমার অনুরোধ, করোনা রোখার শেষ উপায় হিসেবে যেন লকডাউনকে বিবেচনা করা হয়। পরিবর্তে ছোটো ছোটো কনটেনমেন্ট জোনের উপর জোর দিন।

প্রধানমন্ত্রীর এদিনের ভাষণে এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, করোনা মোকাবিলা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়। কেবল কেন্দ্রের সরকারেরও নয়। এখানে রাজ্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজের প্রতিটি মানুষের অংশীদারিত্ব রয়েছে। প্রত্যেকে তার নিজের ভাগের কাজটুকু দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতে পারলে এই ঝড়ও কেটে যাবে।

প্রসঙ্গত, কোভিডের কারণে ইতিমধ্যেই ঘরোয়া অর্থনীতির কঠিন অবস্থা। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিশ্লেষণ অনুযায়ী অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের শীর্ষ নেতারা বুঝতে পারছেন, ফের লকডাউন করলে অর্থনীতির মাজা আরও ভেঙে যাবে। তাই যেন তেন প্রকারে লকডাউন আটকানোই লক্ষ্য।

ভারতে

● প্রথম পাতার পর

দেখা দিচ্ছে করোনা টিকার ঘাটতি। এরই মাঝে সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য। ১১ এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে এপর্যন্ত দেশে মোট ৪৪ লক্ষ ডোজ নষ্ট হয়েছে। মোটের উপর যা ২৩ শতাংশ। তথ্য জানার অধিকারে এক আবেদনের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান সামনে এসেছে।

জানা গিয়েছে, রাজ্যগুলিকে যে পরিমাণ টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় ২৩ শতাংশ নষ্ট হয়েছে। টিকা দেওয়া শুরু হওয়ার পর থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৪৪ লক্ষ ডোজ টিকা নষ্ট হওয়ার এই তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি টিকা নষ্ট হয়েছে তামিলনাড়ু (১২.১০ু)-তে। এরপর আছে, হরিয়ানা (৯.৭৪ু), পাঞ্জাব (৮.১২ু), মণিপুর (৭.৮ু) এবং তেলেঙ্গানা (৭.৫৫ু)। পাশাপাশি এই তালিকায় আছে কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, মিজোরাম, গোয়া, দমন দিউ, আন্দামান নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপও।

কারফিউ

● প্রথম পাতার পর

সঙ্কট নেই জানিয়ে তিনি এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের কর্তপক্ষকে জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। হাসপাতালের সর্বস্তরের কর্মীরা দায়বদ্ধতা সহকারে, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন বলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সভায় অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব ডাঃ বিশাল কুমার, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শুভাশিস দাস, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ সঁীব দেববর্মা সহ এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের এবং পূর্ত ও বিদ্যুৎ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু, আজ জেআরবিটির চেয়ারম্যান অদিতি মজুমদার জানিয়েছেন, পরবর্তী আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত ওই পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার রাজ্যে নতুন করে ৬০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সুস্থ হয়েছেন ৩৭ জন।

আগুনে

● প্রথম পাতার পর

পারত বলে জানান স্থানীয়রা।এই অগ্নিকাণ্ডটি শর্ট সার্কিট থেকে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডে রেস্টুরেন্টে মজুদ থাকা দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ার ফলে আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাতের বেলায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মাতাবাড়ি এলাকায়।প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিদের আপদকালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

কুমারী পূজা

● প্রথম পাতার পর

করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ব্যাপক সংখ্যায় ভক্ত সমাগম হওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অনেকটাই সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে।করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রাজ্যেও বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ধাক্কা খেল মুম্বই, পাঁচ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতল দিল্লি

চেন্নাই: করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে জেরবার গোটা দেশ। এমন পরিস্থিতিতে গতবার থেকেই আইপিএল হচ্ছে দর্শকশূন্য মাঠে। এবার ক্রিকেটারদের চাঙ্গা করার জন্য সমর্থকরা গ্যালারিতে নেই। কেমন যেন নিরবে, একান্তে চলছে আইপিএল। অন্যবারের মতো উন্মাদনা এবার আর নেই। দেশের করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ায় আইপিএল নিয়েও কি ক্রিকেট ভক্তদের উন্মাদনা কিছুটা থিতিয়ে পড়েছে! তবে এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতেও ক্রিকেটই এখন মনোরঞ্জনের আধার হয়ে উঠেছে কিছু মানুষের কাছে। ক্রিকেটই যেন এত অন্ধকারের মাঝে একটু আলোর খোঁজ দিচ্ছে। স্টেডিয়াম ফাঁকা হলেও অন্তত টিভির পর্দায় কয়েক কোটি চোখ থাকছে। তবে এবারের আইপিএল আরও এক দিক থেকে আলাদা। এবার বড় রান হচ্ছে কম। আইপিএল আর ব্যাটসম্যানদের টুর্নামেন্ট নেই। এখন বোলারদের দাপাদাপি রয়েছে সমান তালে। চিপকের উইকেট আর চেন্নাইয়ের শিশির, এই দুই সমস্যায় আপাতত জেরবার প্রায় সব দল। এদিন চেন্নাইয়ের উইকেটে প্রথমবার খেলতে নেমেছিল দিল্লি। মুম্বই অবশ্য এই উইকেটে তিনটি

ম্যাচ ইতিমধ্যে খেলে ফেলেছে। ফলে এই উইকেট যে স্লো এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে পারে, তার একটা আন্দাজ মুম্বইয়ের ব্যাটসম্যানদের ছিল। তবুও টসে জিতে আহামরি কিছু ফায়দা তুলতে পারলেন না রোহিত শর্মার দলের ব্যাটসম্যানরা। তাঁর দল প্রথমে ব্যাট করে তুলল মাত্র ১৩৭ রান।
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করে এই উইকেটে ১৩৭ রান তড়া করাটা বেশ কঠিন বলে মনে হতে পারে। তবে দিল্লির ব্যাটসম্যানরা নিজেদের মতো স্ট্র্যাটেজি সাজালেন। যেহেতু লক্ষ্যমাত্রা বড় নয়, তাই সিঙ্গলস নিয়েই ইনিংস সচল রাখলেন শিখর ধাওয়ান স্টিভ স্মিথরা। শেষ পর্যন্ত সেই স্টস্টর্যটেজি খেটে গেল। মুম্বই ব্যাটসম্যানদের নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন দিল্লি স্পিনার অমিত মিশ্রা। ৪ উইকেট নেন তিনি। মুম্বইয়ের হয়ে রোহিত শর্মা করেন সর্বোচ্চ ৪৪ রান। দিল্লির পৃথ্বী শ এদিন রান পেলেন না। তবে শিখর ও স্টিভ স্মিথ মিলে ইনিংস অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ওভার প্রতি রানরেট বজায় রাখলেন তাঁরা। ধীমে তালে খেলেও ম্যাচ জেতা যায়, তাও আবার টি-টোয়েন্টিতে, সেটাই দেখিয়ে দিলেন দিল্লির ব্যাটসম্যানরা।

অনড় পেরেসের উচ্চারণ, ‘ফুটবলকে বাঁচাতেই সুপার লিগ’

ফুটবল বিশ্বজুড়ে প্রবল সমালোচনা-প্রতিবাদ, উয়েফার হুমকি, ফিফার অসমর্থন, কোনো কিছুতেই নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসছে না ইউরোপিয়ান সুপার লিগ। রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ও সুপার লিগের প্রথম চেয়ারম্যান ফ্লোরেন্তিনো পেরেস স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, উয়েফার একচ্ছত্র আধিপত্য শেষ করতে ও ধ্বংসের হাত থেকে ফুটবলকে বাঁচাতেই এই সুপার লিগ।ইংল্যান্ড, স্পেন ও ইতালির ১২ ক্লাব মিলে রোববার রাতে সুপার লিগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই তোলপাড় চলছে ফুটবল জগতে। এসবের মধ্যেই সোমবার রাতে স্প্যানিশ টিভি শো ‘এল চিরিনগিতো দে হুগোনেস’-এ এই লিগ ও সামগ্রিক আরও অনেক কিছু নিয়ে দীর্ঘ প্রায় দুই ঘণ্টার সাক্ষাৎকারে পেরেস তুলে ধরলেন তাদের অবস্থান। প্রতিবাদ-সমালোচনায় তারা ভাবিত নন জানিয়ে পেরেস তুলে ধরলেন এই লিগের প্রয়োজনীয়তা।“ যখনই কোনো পরিবর্তন হয়, কিছু লোক সেটার বিরুদ্ধে অবস্থা নেয়। আমরা এটা করছি এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য। দর্শক কমে যাচ্ছে, টিভিসত্ত্ব (আয়) কমে যাচ্ছে এবং কিছু একটা করা প্রয়োজন ছিল। আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যচ্ছে।”“ তরুণরা আর ফুটবলে আগ্রহী নয়। কেন? কারণ নিম্নমানের ম্যাচ অনেক বেশি এবং তারা সেখানে মজা খুঁজে পায় না। তাদের অন্য অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে ব্যস্ত থাকতে পারে।”মহামারীকালে মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি নেই। সীমিত হয়ে এসেছে আরও অনেক কিছুই। কঠিন পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলিতে আর্থিক ক্ষতি থেকে এমন কিছুর বিকল্প আছে বলে মনে করেন না

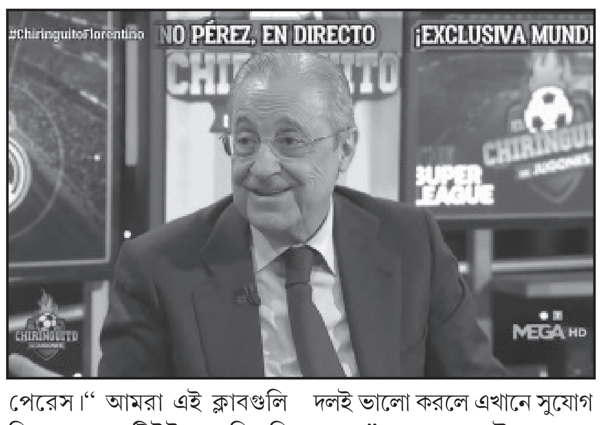

পেরেস।“ আমরা এই ক্লাবগুলি মিলে ৫০০ কোটি ইউরো হারিয়েছি এর মধ্যেই। কেবল রিয়াল মাদ্রিদেরই দুই মৌসুমে ক্ষতি হয়েছে ৪০ কোটি।”“ টিভি সম্প্রচার ছাড়া যখন আর কোনো আয়ের উৎস নেই, তখন এটিই সমাধান যে বড় ক্লাবগুলিকে নিয়ে আকর্ষণীয় সব ম্যাচ হবে, যা বিশ্বজুড়ে সমর্থকেরা উপভোগ করবেন। এজন্যই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বদলে সুপার লিগ হলে এই ক্ষতি আমরা পুষিয়ে নিতে পারব। যত বেশি বড় ম্যাচ, তত বেশি আয়। এভাবেই অবস্থার উন্নতি হবে। সুপার লিগই একমাত্র সমাধান।”সুপার লিগ হলে ছোট ক্লাবগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে আর বড় ক্লাবগুলি আরও ধনী হবে বলে যে আলোচনা, সেটিও উড়িয়ে দিলেন চেয়ারম্যান।“ আমরা যদি বেশি আয় করি, এটা সবার জন্যই ভালো হবে। কারণ ছোট ক্লাবগুলি থেকে আমরা আরও বেশি ফুটবলারকে কিনতে পারব এবং তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারব। এই লিগ ধনীদের লিগ নয়, বরং ফুটবল বাঁচানোর লিগ।”“এই লিগের দুয়ার মোটেও অন্যদের জন্য বন্ধ নয়। মূল ১৫ ক্লাবের বাইরে আরও ৫ ক্লাব কোয়ালিফাই করবে। এটা উন্মুক্ত লিগ, যে কোনো দলই ভালো করলে এখানে সুযোগ পাবে।”২০২৪-২৫ মৌসুম থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফরম্যাটে অনেক পরিবর্তন আনার ঘোষণা সোমবার রাতে দিয়েছে উয়েফা। তবে এতে কোনো সমাধান দেখছেন না পেরেস।“ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন ফরম্যাট ফুটবলকে বাঁচাতে পারবে না। আমি এটা বুঝতেই পারছি না, এটা কাউকে সহায়তা করবে না। এখানে জিতলে ১২-১৩ কোটি ইউরো পাওয়া যায়, সুপার লিগ আরও অনেক বেশি দেবে।“ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন ফরম্যাট চালু হবে ২০২৪ সালে। সেই সময় আসতে আসতে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাব।”সুপার লিগ শুরু হলে ঘরোয়া লিগগুলোর গুরুত্ব ও আবেদন কমে যাওয়ার কোনো শঙ্কা দেখছেন না পেরেস।“ লা লিগার মূল্য কিভাবে কমবে? রিয়াল মাদ্রিদ যখন ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে, তখন কি সেরাটা দেবে না! বাস্কেটবলেও আমরা দেখি যে লিগের পাশাপাশি অন্য প্রতিযোগিতা চলে। সুপার লিগও এভাবেই চলবে। খুব ভালোভাবেই সব একসঙ্গে চলতে পারে।”রিয়াল মাদ্রিদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা এখানে তাদের সঙ্গ দেওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরলেন টানা পঞ্চমবারের মতো রিয়ালের সভাপতির দায়িত্বে থাকা পেরেস।“চলমান সঙ্কটে বার্সেলোনারও ক্ষতি হয়েছে ২০-৩০ কোটি ইউরো। হুয়ান লাপোর্তা বার্সার দায়িত্ব নেওয়ার পরই এটা অনুভব করেছেন এবং বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন। লাপোর্তাও মঙ্গলবার মিডিয়ার সামনে লিগ নিয়ে কথা বলবেন।”“ আমাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে অভিজ্ঞতার কারণে। বার্সার যদি আপত্তি থাকে, আমি কালকেই দায়িত্ব ছাড়তে পারি লাপোর্তার কাছে। কোনো সমস্যা নেই। আরও বৃহত্তর স্বার্থের ব্যাপার এখানে।”সুপার লিগ নিয়ে উয়েফা যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সেটিরও কড়া জবাব দিলেন স্পেনের এই ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ফুটবল ব্যক্তিত্ব।“ লেব্রন জেমসের (বাস্কেটবল তারকা) আয় আমরা সবাই জানি, কারণ এটা প্রকাশ করা হয়। উয়েফা প্রেসিডেন্টের আয় কেন জানি না?”“উয়েফা মনে করে, আমরা তাদের সম্পত্তি এবং তারা আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে।
কিন্তু তারা ভুল ভাবছে। তাদের আধিপত্যের দিন শেষ, সময় এখন নতুন যুগের।”উয়েফার সঙ্গে সংঘাতে অবশ্য তারা যেতে চান না বলেই জানালেন পেরেস। সামনের অগাস্টে লিগ শুরুর ইচ্ছা থাকলেও প্রয়োজনে আরেক বছর অপেক্ষা করতেও তাদের আপত্তি নেই।এর মধ্যেই যোগ দেওয়া ১২ ক্লাবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাকালীন আরও তিন ক্লাব যোগ দেবে। পেরেস ইঙ্গিত দিলেন, একটি ক্লাব হতে পারে সেভিয়া।ফ্রান্স ও জার্মানির বিভিন্ন ক্লাব তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি বলে খবর প্রকাশিত হলেও পেরেসের দাবি, পিএসজি ও জার্মানির কোনো ক্লাবকে তারা এখনও আমন্ত্রণই জানাননি।

সফল হবে না সুপার লিগ, ব্রডকাস্টারদের মত

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্প্রচারে শত কোটি ডলার খরচ করা প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়িয়েছে ইউরোপিয়ান সুপার লিগের বিরুদ্ধে। ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর এই টুর্নামেন্টকে কয়েকটি সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান দেখছে ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হিসেবে। তাদের মতে, সফল হবে না সুপার লিগ।নতুন এই প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে আছে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ইউভেন্তুসসহ ১২টি ক্লাব। তাদের দাবি, ফুটবলকে বাঁচাতেই তাদের এই পরিকল্পনা।পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন লিগ এগিয়ে গেলে মিডিয়া গ্রুপগুলোর অধীনে থাকা সম্প্রচার স্বত্বের মূল্য কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। নতুন টুর্নামেন্ট প্রচার করতে সুপার লিগের অ্যামাজন কিংবা ডিজনির ইএসপিএনে মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।দা ফাইনান্সিয়াল টাইমস এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রচার স্বত্বের জন্য সুপার লিগ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে অ্যামাজন, ফেইসবুক, ডিজনি ও কমকাস্টের মালিকানাধীন স্কাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। সম্প্রচার স্বত্ব থেকে বছরে আয় হতে পারে চারশ কোটি ইউরো।তবে ফেসবুক ও অ্যামাজনের একটি সূত্র সোমবার বলেছে, সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে তাদের

সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি।ব্রিটেনে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান বিটি এবং স্পেনের মিডিয়াপ্রো ও স্ট্রিমিং সার্ভিস ডিএজেডএন সুপার লিগের নিন্দা জানিয়েছে। এর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে।“বিটি ফুটবলের অনেক নেতৃত্বস্থানীয় ও সমর্থকদের উত্থাপিত উদ্বেগের বিষয়টিকে উপলব্ধি করছে। এবং বিশ্বাস করে যে ইউরোপীয় সুপার লিগ গঠন এদেশের ফুটবলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।”স্প্যানিশ মিডিয়া কোম্পানি মিডিয়াপ্রো সোমবার রয়টার্সকে জানায়, সম্প্রচারকারীরা তাদের বর্তমান চুক্তি বাতিল করবে না এবং সুপার লিগের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে বলে তাদের ধারণা।গত মাসে ২৫০ কোটি ইউরো চুক্তিতে তিন মৌসুমের জন্য ইতালিয়ান শীর্ষ লিগ সেরি আ সম্প্রচারের স্বত্ব পেয়েছে ডিএজেডএন। তাদেরও অবস্থান সুপার লিগের বিপক্ষে।“ডিএজেডএন বা মিস্টার ব্লাভাটনিক (প্রতিষ্ঠানের মালিক), কেউই সুপার লিগ প্রতিষ্ঠার আলোচনার সঙ্গে কোনো ভাবেই জড়িত হতে আগ্রহী নয়, এ নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি।”সুপার লিগের এই পরিকল্পনা কেবল চ্যাম্পিয়ন্স লিগকেই নয়, ঘরোয়া শীর্ষ প্রতিযোগিতাগুলোকেও হুমকির মুখে ফেলবে বলে ধারণা। এই লিগে অংশ নেওয়া দল ও খেলোয়াড়দের অন্য সব কিছু থেকে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়েছেন ফুটবল কর্তারা।বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফুটবল লিগ প্রিমিয়ার লিগের সম্প্রচার কোম্পানি স্কাই স্পোর্টস অবশ্য এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সম্প্রচার করে না। তবে সুপার লিগের সঙ্গে তাদের কোনো আলোচনা হয়নি বলে তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

সুপার লিগে ‘ফুটবলের মৃত্যু’

‘বিদ্রোহী’ ইউরোপিয়ান সুপার লিগের প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের হাত, তাদের একজন রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেসের কড়া সমালোচনা করেছেন লা লিগা প্রধান হাভিয়ের তেবাস। প্রস্তাবিত সুপার লিগকে তিনি দেখছেন ‘ফুটবলের মৃত্যু’ হিসেবে।স্পেনের একটি টিভি শো’তে সোমবার সুপার লিগের প্রথম চেয়ারম্যান পেরেস দাবি করেন, উয়েফার একচ্ছত্র আধিপত্য শেষ করতে ও ফুটবলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই এই সুপার লিগ।আগে থেকেই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া তেবাস পুরনো প্রসঙ্গ টেনে এক টুইটে মঙ্গলবার পেরেসের সমালোচনা করেন।“২০২০ সালের ডিসেম্বরে আমি বলেছিলাম ফ্লোরেন্তিনো পেরেস বেশ নির্বোধ, আর এখন তিনি বোধশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন।”“তিনি যেভাবে বলেছেন, ফুটবল অতটা নষ্ট হয়ে যায়নি। আর সুপার লিগ হলো আরেকটা সমস্যা, সমাধান নয়, এটা ফুটবলের মৃত্যু।”তেবাসের পোস্টে দুটি হ্যাশট্যাগও দেওয়া হয়েছে, ‘বাজে অজুহাত’ ও ‘উদ্ধারকর্তা ফ্লোরেন্তিনো পেরেস, নো থ্যাঙ্কস।’

কোহলীরা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবেন, নিশ্চিত আইসিসি

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিয়ে চিন্তিত নয় আইসিসি। সাউদাম্পটনেই ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা রাখছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়মক সংস্থা। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ গোটা ভারতবর্ষেই বাড়িয়ে দিয়েছে সংক্রমণের মাত্রা। ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে কোনও ভারতীয় যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই দেশে ভারতকে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২৪ এপ্রিল থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। এমন অবস্থায় বিরাট কোহলীরা ইংল্যান্ডে যেতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। আইসিসি যদিও তা নিয়ে এখনই চিন্তা করতে রাজি নয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার কথা জুন মাসে।আইসিসি-র এক কর্তা বলেন, “ব্রিটেনের সরকারের সঙ্গে আমরা কথা বলছি লাল তালিকাভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে।
এই অতিমারির সময় কী ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড এবং অন্য বোর্ডগুলি আলোচনা করছে।

চল্লিশে এসে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না ধোনি

মুম্বই: তিনি ব্যাট হাতে ছন্দে না ফিরলেও দল প্রথম ম্যাচ হারের পরেও টানা দু”টি ম্যাচ জিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছে। সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৪৫ রানে বড় ব্যবধানে জয়ের পর আশ্বস্ত ধোনি। তবে চল্লিশে এসে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না ”থালা” ধোনি। তবে চেন্নাই দলনায়ক জানালেন, তাঁর ফিটনেস নিয়ে কাউকে আঙুল তোলার সুযোগ তিনি দেবেন না।এদিন ওয়াংখেড়েতে প্রথমে ব্যাট করে চেন্নাই”য়ের ছুঁড়ে দেওয়া ১৮৯ রানের লক্ষ্যমাত্রার সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করে রাজস্থান রয়্যালস।
জাদেজা-মইনের ঘূর্ণিতে ধরাশায়ী রয়্যালস ১৪৩ রানের বেশি তুলতে পারেনি। আর ম্যাচ জিতে ধোনি বলেন এদিন তাঁর ইনিংসের মন্থর শুরু দলের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারত। চেন্নাই দলনায়কের কথায়, ”আমরা আরও রান করতে পারতাম। আমি যে প্রথম ছ”টা বল খেলেছি সেটা অন্য ম্যাচ হলে বিপদ ডেকে আনতে পারত।”ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স

নিয়ে মাহি জানান, ”তুমি যখন খেলছো তখন চাইবে কেউ যাতে তোমায় আনফিট বলতে না পারে। কিন্তু পারফরম্যান্সের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। আমার যখন ২৪ বছর বয়স ছিল তখন যেমন পারফরম্যান্সে নিশ্চয়তা ছিল না, ৪০ বছরে এসেও সেই নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি কেউ আমার ফিটনেসের দিকে আঙুল তুলতে পারবে না। আর সেটাই ইতিবাচক দিক আমার কাছে। তরুণ ছেলেগুলো প্রচুর দৌড়য়। ওদের চ্যালেঞ্জ জানাতে ভালোলাগে।”এদিন ১৭ বলে ১৮ রান করে প্রতিশ্রুতিমান সাকারিয়ার একটা স্লোয়ারে হার মানেন চেন্নাই অধিনায়ক। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও অধিনায়ক হিসেবে যে ধোনি যে আগের মতোই ক্ষুরধার সেটা চেন্নাই”য়ের এদিনের জয়েই পরিষ্কার। মোক্ষম সময়ে ধোনির গুরুত্বপূর্ন বোলিং পরিবর্তন বিপাকে ফেলে দেয় রয়্যালসদের। দলনায়কের আস্থাকে মর্যাদা দেন দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা এবং মইন আলি। দুই স্পিনারের বিষাক্ত স্পিনে ৮৬/২ থেকে ৯৫/৭ হয়ে যায় রয়্যালস। একই ওভারে দুবে এবং বাটলারকে ফেরান ”জাড্ডু”। অন্যদিকে পাঁচ বলে ৩ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং অর্ডার ধসিয়ে দেন ইংরেজ স্পিনার মইন আলি। সেই বিপর্যয় রয়্যালস টেল-এন্ডারদের পক্ষে সামাল দিয়ে ম্যাচ জেতানো সম্ভব ছিল না। শেষ অবধি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে সর্বসাকুল্যে ১৪৩ রান তুলতে সমর্থ হয় রয়্যালস ব্রিগেড।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2021-22 Date: 17/04/2021

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M. on 03/05/2021 for the works : Maintenance of roads under PWD(R&B), Kamalpur Sub-Division /SH: Hiring of 1 (One) no. Maruti(Omni) / Eco (Petrol) having Commercial registration (model not earlier than 2019) for the 0/o. Assistant Engineer, PWD(R&B), Kamalpur Sub-Division for site inspection & routine office work during the year 2021-22,DNIT No. 01/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2021-22. For details visit website ***https://tripuratenders.gov.in*** and for any enquiry, please contact by e-mail to ***pwd.rb.kmp.division@gmaitcom.***
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura
ICA-C-155/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2021-22 Date: 16/04/2021

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M. on 15/05/2021 for the works : Improvement and strengthening of K.A road to Rangicherra (L-070) from ch.0.00km to 10.696 km/ SH:WBM, Carpeting, Drain and etc. under Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure-Pan-III. DRAFT NIe-T NO : 31/CE/ PWD(R&B)/ACE(P&DU/2021- 2022.
For details visit website ***https://tripuratenders.gov.in*** and for any enquiry, please contact by e-mail to ***pwd.rb.kmp.division@gmail.com.***

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura
ICA-C-150/2021-22

বিজ্ঞপ্তি
গৃহপালিত পশুর সপ্তাহব্যাপি কৃমিনাশক শিবির

প্রাণী সম্পদক বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২৬শে এপ্রিল থেকে ১লা মে ২০২১ইং পর্যন্ত সকল চিকিৎসালয়ে (Veterinary Hospital/Dispensary/Sub-Center) গৃহপালিত পশুর (গরু, মহিষ, শুকর, ছাগল এবং ভেড়া) জন্য সপ্তাহব্যাপি কৃমিনাশক শিবিরের (Mass Deworming Camp) আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের সকল প্রাণী পালকদের বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারের আনুমোদিত কোভিড-১৯ এর সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই সুযোগ গ্রহণ করার জ্য আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজ্যিক প্রাণীরোগ অনুসন্ধন কেন্দ্র,
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।
ICA-D-096/21

পবিত্র হজ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি-২০২১ইং (১৪৪২ হি)

কেন্দ্রীয় হজ কমিটির বিজ্ঞপ্তি নং ৪ অনুসারে ২০২১ইং সনে যে সকল ভারতীয় নাগরিক পবিত্র হজযাত্রার জন্য আবেদন করেছন তারা যেন নিজ দায়িত্বে সৌদি আরব পৌঁছানোর পূর্বে দুই ডোজ টীকা নিয়ে নেন। এই বছর ভারতীয় হজযাত্রীদের হজে যাওয়ার অনুমতি পেলে বিমান যাত্রা জুন মাসের মাঝামাঝি শুরু করে। তাই কেন্দ্রীয় হজ কমিটির উপদেশ অনুসারে যে সকল ভারতীয় নাগরিক এই বছর পবিত্র হজ যাত্রার জন্য আবেদন করেছেন তাদেরকে এখনই প্রথম ডোজ টীকা নিয়ে নিতে হবে এবং যাওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। টীকা না দেওয়ার কারণে যাতে হজযাত্রায় কোন বাধা না আসে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি অফিস, মেলারমাঠ, আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। (ফোন-০৩৮১-২৩৮৭৫৮৩)।
(বিঃদ্রঃ- সৌদি আরব সরকারের পক্ষ থেকে ২০২১ সালের হজ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই।)

(ইঞ্জিঃ মোঃ জহির উদ্দিন)
কার্য নির্বাহী আধিকারিক
ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি
ICA-D-091/21

পাঁচ দিন ব্যাপী কাটা ঠোঁট ও তালু কাটা সনাক্তকরণ এবং অস্ত্রোপচার শিবিরের অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

৫ দিনব্যাপী ক্লেফ্‌ট লিপ এবং ক্লেফ্‌ট প্যালেটের সনাক্তকরণ শিবির এবং অস্ত্রোপচার শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) সুরক্ষা কার্যক্রমের অধীনে মিশন মাইলের সহযোগিতায় পাঁচ দিন ব্যাপী কাটা ঠোঁট ও তালু কাটা অর্থাৎ ক্লেফ্‌ট লিপ বা ক্লেফ্‌ট প্যালেট সনাক্তকরণ এবং অস্ত্রোপচার শিবিরের অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। আজ সকাল ১১ টায় এই শিবিরের উদ্বোধন করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল। উপস্থিত ছিলেন গৌহাটিস্থিত মিশন মাইল এর অধিকর্তা ডাঃ হীতেশ্বর শর্মা, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডাঃ কমল রিয়াং, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের চেয়্যারম্যান ডাঃ পি রায়, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের সিইও স্বপন সাহা এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ অরিন্দম দত্ত, আর বি এস কে-র প্রোগ্রাম অফিসার ডা: সঞ্জয় রুদ্র পাল, ক্লেফ্‌ট লিপ-র প্রোগ্রাম অফিসার ডা: অর্পিতা বনিক।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল স্বাগত ভাষণে জানান, শিশুদের জন্মগত রোগ, বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করার জন্য রাজ্যে ৪৮টি আর বি এস কে টিম রয়েছে। প্রতিটি টিমে চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) সুরক্ষা কার্যক্রম এর অধীনে এই সমস্ত শিশুদের স্ক্রিনিং করার জন্যে চিকিৎসক এবং অন্যান্য চিকিৎসাকর্মীদের নিয়ে গঠিত দল বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণ করে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

জন্ম থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের বাঁকা পা বা ক্লাব ফুট, ঠোঁট বা তালু কাটা অর্থাৎ ক্লেফ্‌ট লিপ বা ক্লেফ্‌ট প্যালেট, জন্মগত হৃদরোগ ছাড়াও যাদের কানে শোনা বা চোখে দেখার সমস্যা রয়েছে, কথা বলতে যাদের অসুবিধা হয় এরকম শিশুদেরও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে বলে তিনি জানান। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশগত ত্রুটির চিকিৎসাও এই প্রকল্পের আওতাধীন। যে সমস্ত শিশুরা উপরোক্ত যে কোনও অসুখে ভুগছে, তাদের অভিভাবকগণ এই দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং নাম তালিকাভুক্ত করতে আহ্বান জানান তিনি।রাজ্যে অবস্থিত হাসপাতালে এমনকি বহির্রাজ্যেও এই কর্মসূচির অধীনে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। রাজ্যে হাসপাতালে যাতায়াত সহ চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগ আরবিএসকে কর্মসূচিতে প্রদান কর হয়। বহির্রাজ্যেও চিকিৎসার যাবতীয় পরিষেবাও বিনামূল্যে এই কর্মসূচির অধীনে প্রদান করা হয়। বছরে সাধারণত চার শতাধিক শিশু এর সুফল লাভ করে থাকে বলে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার অধিকর্তা জানান।

গত বছর কোভিডজনিত পরিস্থিতিতে প্রায় আড়াইশ শিশু সুফল লাভ করে। এছাড়া হিয়ারিং এড প্রদান করার তথ্যও তিনি তুলে ধরেন। ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টও রাজ্যে সফলভাবে হচ্ছে বলে তিনি জানান। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে এই বছরও নির্দেশিকা অনুসরণ করে এ ধরনের ক্যাম্প ধারবাহিকভাবে হবে জানিয়ে এর সুফল গ্রহণ করার আহবান তিনি জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গৌহাটিস্থিত মিশন মাইল-এর অধিকর্তা ডাঃ হীতেশ্বর শর্মা, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের চেয়্যারম্যান ডাঃ পি রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডাঃ কমল রিয়াং। উল্লেখ্য আজ এই শিবিরে ৩৭ জনের সনাক্তকরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৯ জনের অস্ত্রোপচার আগামী দুদিন হবে। আগামীকাল যাদের পরীক্ষা করা হবে তাদের ২২ ও ২৩ এপ্রিল অস্ত্রোপচার হবে।

কমলপুর ডাকঘরে ঘুঘুর বাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। কমলপুর ডাকঘর থেকে পেকেট খোলা ও কম ওজনের পার্সেল পেয়ে হতবাক সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি।কর্মসূত্রে দিল্লী থাকেন কমলপুর নোওয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য ওরফে সঞ্জীব। বাড়িতে থাকেন উনার বৃদ্ধা মা, বোন এবং স্ত্রী। বাড়ির নানা প্রয়োজনীয় জিনিস বিভিন্ন সময়ে দিল্লী থেকে ডাক বিভাগের মাধ্যমে বাড়িতে পাঠান তিনি। এবার গত সপ্তাহে তিনটি পার্সেলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন ও গৃহস্থালী সরঞ্জাম পাঠান লোদি রোডস্থিত ডাক বিভাগের কার্যালয় থেকে। দু''দিন আগে বাড়ি পৌঁছান তিনি। মঙ্গলবার কমলপুর পোস্ট অফিস থেকে ফোন পেয়ে তিনি পার্সেলগুলো আনতে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন একটি পার্সেল ছেঁড়া ও অন্যটি ওজনে অস্বাভাবিক কম। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পোস্ট মাস্টারের দ্বারস্থ হলে তিনি সত্যব্রতবাবুকে ধর্মনগরে সুপারিনটেনডেন্ট অফ পোস্ট অফিসের কাছে অভিযোগ জানাতে বলেন। যদিও তিনি পরে এই অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এতে সন্দেহ আরো গাড় হয়েছে যে হয়তো এই অফিসেই ঘুঘুর বাসা। এদিকে সত্যব্রতবাবু সুপারিনটেনডেন্ট অফ পোস্ট অফিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে সত্যব্রত বাবুর অভিযোগ,বেসরকারি বিভিন্ন কুরিয়ার সংস্থার চেয়ে ডাকঘর এর উপর মানুষের বিশ্বাস যোগ্যতা অনেক বেশি। সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামগ্রী ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠান অনেকেই। কিন্তু কমলপুরের এক বাসিন্দা ডাকঘরের মাধ্যমে পার্সেল পাঠিয়ে যে শিক্ষা পেয়েছেন তাতে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নচিহ্নে দাঁড়িয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হলেন রাহুল গান্ধী

কলকাতা,২০ এপ্রিল(হি স): দেশজুড়ে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে সেলেব রাজনীতিবিদদের শরীরেও। এরই মাঝে মঙ্গলবার করোনা আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। করোনা আতঙ্কে নাজেহাল সকলে। গত বছর মার্চ মাস থেকে দেশজুড়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। পুরোনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না করোনা।

রাজ্যে বর্তমানে করোনার টিকা রয়েছে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৩০ ডোজঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনার টিকা রয়েছে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৩০ ডোজ। তাই, চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই বলে অভয় দিলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তাঁর কথায়, রাজ্যে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, ৬০ বছরের উর্ধে নাগরিক এবং ৪৫-৫৯ বছর পর্যন্ত বয়সের নাগরিক মিলে মোট ১২ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৮৮ জনের প্রথম ডোজের টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৪০৬ জনকে প্রথম ডোজের টিকা দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তেমনি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, ৬০ বছরের উর্ধে এবং ৪৫-৫৯ বছর পর্যন্ত বয়সের নাগরিক মিলে মোট লক্ষ ৮২ হাজার ৪০৬ জনের দ্বিতীয় ডোজের টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৪৭ জনের দ্বিতীয় ডোজের টিকা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।

তাঁর দাবি, করোনার টিকাকরণের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রতি কোভিড-১৯ প্রতিরোধে যেসব নিয়মাবলী রয়েছে সেইগুলি কঠোরভাবে পালন করার জন্য আবেদন জানান। সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অষ্ঠমীর স্নান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। অষ্টমী তিথির পূণ্য তিথিতে রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়ি দিঘী এবং প্রতাপগড়ে রাম ঠাকুর স্কুলসংলগ্ন হাওড়া নদীতে পুণ্যার্থীরা পুণ্য স্নান করেন। কথিত আছে অষ্টমী তিথিতে স্নান করলে পূণ্য লাভ হয়। জগত সংসার ও সন্তানের মঙ্গল কামনা করে পুণ্যস্নান করেন পুণ্যার্থীরা। পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে এ দিন পুণ্য স্নান করে তিল তর্পণের রীতিনীতিও রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস এই পণ্য লগ্নে পুণ্য স্নান করে তর্পণ করলে পিতৃপুরুষ জল পান। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মপ্রাণ মানুষ আজও সেই বিশ্বাস নিয়ে পুণ্য স্নান করে থাকেন। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের জগন্নাথ বাড়ি দিতেও দেখা যায় সেই দৃশ্য।প্রতাপগড়ে রাম ঠাকুর স্কুল সংলগ্ন হাওড়া নদীতে ঐতিহ্যবাহী পুণ্যস্নান লক্ষ করা গেছে। এদিন নারী-পুরুষ শহরের মানুষ পুণ্য স্নান করতে যান। পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। পণ্য স্থানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান পুরোহিত।

ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজোর শুক্লপক্ষের মহা অষ্টমী তিথিতে অষ্টমীর স্নান হয় খোয়াই নদীর অন্নপূর্ণা ঘাটে। মঙ্গলবার কাক ভোর থেকেই পূণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয় মহা অষ্টমীর স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে। এদিন পূণ্য স্নানের জন্য পুণ্যার্থীরা খোয়াই নদীর অন্নপূর্ণা ঘাটে আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। পুণ্যার্থীরা স্নানযাত্রা সেরে অনেককে গীতা পাঠও করতে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও এদিন বহু পুণ্যার্থী তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার সদগতি কামনার্থে তিল জল দান করতেও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে এক পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান তেলিয়ামুড়া বাঁশ বাজার স্থিত অন্নপূর্ণা ঘাটে পুণ্যার্থীরা মহা অষ্টমীর পূর্ণ লগ্নে গঙ্গা পূজো এবং স্নান করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তিল জল দান করেন।এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অপর পূজারী বলেন করোনার ব্যাপার দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। তবে এখানে অনেক পুণ্যার্থী যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না ঠিক তেমনি অনেকের মুখেই মাস্ক নেই।তবে রাজ্য সরকারের জারি করা করোনার নীতি-নির্দেশিকাকে একপ্রকার কলাপাতা বানিয়ে স্বমহিমায় চলছে মহা অষ্টমীর স্নানযাত্রা। এতে পূণ্যার্থীদের ঘরে ঘরে করোণা ভাইরাসের আগমন ঘটলেও অস্বাভাবিকের কিছুই থাকবে না।

অষ্টমী তিথির পূণ্য লগ্নে উদয়পুরের গোমতী নদীতেও মঙ্গলবার পুণ্যার্থীরা পুণ্য স্নান করেছেন।দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে উদয়পুর গোমতী নদীতে অষ্টমী তিথিতে পুণ্যস্নান হচ্ছে।পুরুষ মহিলা সহ সব অংশের মানুষ মঙ্গলবার সকাল থেকে গোমতী নদীতে পুণ্য স্নান করতে ভিড় করেন। বাসন্তী পূজার অষ্টমী দিন গোমতী নদীতে স্নান করে পিতৃ পুরুষদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জল অর্পণ করেন সন্তানেরা।এই অষ্টমী স্নান ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।যেখানে নদী আছে সেখানেই এই অষ্টমী তিথিতে পুণ্যস্নান হয়।সেখানে পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে জল দেওয়ার পাশাপাশি অস্থি বিসর্জন করা হয়। এ উপলক্ষে মেলাও বসে। আদি অনন্তকাল থেকেই বাসন্তী পূজার অষ্টমীর দিন এই অষ্টম স্থান শুরু হয়। এ বিষয়ে তথ্য জানান নদীতে পিতৃ পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে এক মহিলা।প্রতি বছর এই দিন বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এবছর শুধু নদীতে পিতৃ পুরুষদের সম্মান জানিয়ে জল তর্পণ করা হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণেই এবছর অনেকটা সংক্ষিপ্ত আকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়।

ধর্মনগর পুর পরিষদের হকার উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ধর্মনগর সেন্টেল রোডে রাস্তা বড় করার জন্য রাস্তার পাশের গরীব হকারদের উচ্ছেদ করলো ধর্মনগর পুর পরিষদ। দীর্ঘ দিন ধরে ধর্মনগর সেন্টেল রোডে অস্থায়ী দোকান ঘর নির্মান করে ব্যবসা করছিল হকাররা। এই গরীব হকারদের একমাত্র উপার্জনের জায়গা কেড়ে নিল পুর পরিষদ।গতকাল রাতে রাস্তার পাশের দোকান ঘর গুলো ভেঙ্গে দিল পুর পরিষদ। জানা গেছে হকারদের সাথে বিগত কিছুদিন যাবত পুরপরিষদের পক্ষ থেকে কতাবার্তা চলছিল যাতে তারা তাদের ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করে অন্য কোন জায়গায় ব্যবসা করতে পারে।পুর পরিষদের পক্ষ থেকে হকারদের জন্যে অন্যত্র একটি স্থানও দেখা হয়েছিল।যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মনগরে ট্রাফিক জ্যামনিত্য দিনের সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। সেন্টেল রোডের রাস্তার পাশের অস্থায়ী দোকান গুলো উঠিয়ে দিলে রাস্তা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা বড় হবে। তাতে ট্রাফিক জ্যাম কিছুটা হলেও কমবে।জানা গেছে এই কারনেই ধর্মনগর পুরপরিষদ থেকে ২-৩ বার নোটিশও দেওয়া হয়েছিল হকারদের। হকারদের দাবী ছিল অন্যত্র তাদের ব্যবস্থা করে দিয়েই তারপর তাদের এখান থেকে উচ্ছেদ করা হোক। কিন্তু আচমকা গতকাল রাতে হকারদের দোকান ঘর গুলি ভেঙ্গে দেওয়ায় পুর পরিষদের বিরুদ্ধে হকারদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড়ে ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে ক্ষুব্দ নাগরিকরা। নির্ধারিত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত করবি না আসার কারণেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়।ঘটনা বিশালগড় মহকুমার চড়িলামে।চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন উত্তর চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে ভ্যাক্সিনেশন অফিসারের উপর রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে নাগরিকরা। ঘটনা মঙ্গলবার বেলা ১১ টা নাগাদ। মঙ্গলবার উত্তর চড়িলাম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য সকাল আটটা থেকে লাইনে দাঁড়ান নারী-পুরুষ সকলে। বৈশাখের কাঠফাটা রোদ্দুরে সকাল ৮ টা থেকে ১১টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য নাগরিকরা। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম পি ডব্লিউও যথাসময়ে অফিসে আসেন। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় চড়িলাম স্কুলের পি জি টি শিক্ষিকা তথা ভ্যাক্সিনেশন অফিসার মাধুরী বিশ্বাস দেরি করে আসেন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। যার ফলে যথাসময়ে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়নি।এমনটাই অভিযোগ করেছেন মাল্টিপারপাস সহ উপস্থিত নাগরিকরা। তাদের অভিযোগ ভ্যাক্সিনেশন অফিসার যথাসময়ে না আসায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা প্রচণ্ড গরমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় নাগরিকদের। যার ফলে নাগরিকরা ক্ষেপে লাল হয়ে যান।এই বিষয়ে ভ্যাক্সিনেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন বাড়ি থেকে আসতে আসলে দেরি হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য নাগরিকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়। নাগরিকদের বক্তব্য হল জেলাশাসক এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেছেন জেলার ১৬৩টি ভ্যাক্সিনেশন সেন্টারে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। অথচ কেন ভ্যাক্সিনেশন অফিসার দেরি করে আসেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন অপেক্ষমান নাগরিকরা। গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত অফিসার ও কর্মীদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই।

কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। পশ্চিম লক্ষীবিল কালীবাড়ি মন্দিরে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রাতে কে বা কারা কালীবাড়িতে চুরি সংঘটিত করে। মায়ের কানের দুল এবং প্রণামী বাক্সের টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।আজ সকালে মন্দিরে আসার পর এই ঘটনা সকলে লক্ষ্য করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। স্থানীয়রা জানান এ নিয়ে দু-বার মায়ের মন্দিরে চুরি হয়েছে। প্রণামী বাক্সের মধ্যে প্রায় ৬-৭ হাজার টাকা ছিল।গত মাঘ মাসে মন্দিরের উদ্ধোধন ও বাৎসরিক কালীপূজা খুব জাঁকজমক ভাবে হওয়াতে লোক সমাগমও বেশি হয়েছিল।ফলে প্রণামী বাক্সে টাকা পড়েছিল প্রচুর বলে জানান এলাকায় লোকেরা।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া প্রণামীর টাকা পয়সা ও মায়ের কানের দুল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মুঙ্গিয়াকামীর বিভিন্ন জনজাতি জনপদে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ এপ্রিল।। বৈশাখের শুরুতে ও দাবদাহে গরমে মধ্যে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে।ঘটনার তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৮মুড়া পাহাড়ের রঙ্গিয়া টিলা এলাকায়।বেশ কয়েকটি জায়গায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে।২০০৩ সালে বিগত সরকারের প্রশাসনিকভাবে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর একটি তিনটি পরিবার কাকড়াছড়া হলুদিয়া সহ বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ থেকে সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য এই গুচ্ছগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তৎকালীন সরকার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কোন প্রকার ভূমিকা গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ।বাধ্য হয়ে অনেক পরিবার গুচ্ছগ্রাম ছেড়েফেলে আসা পুরনো ভিটেমাটিতে ফিরে যায়।তার মধ্যে যারা রয়েছে তাদের অভিমত ন্যূনতম পানীয় জলের চাহিদা দাবি জানিয়ে থাকলেও কাজের কাজ অশ্ব ডিম্ব।এই রঙ্গিয়া টিলার এলাকায় অনেকটি পরিবার রয়েছে তাদের দাবি পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়।তবে এলাকায় বিভিন্ন স্থানে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকলেও এমন অনেক জায়গায় রয়েছে যেখানে আজও মানুষ পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে ছড়া কিংবা কুয়ার ব্যবহার করে।ওই এলাকায় বর্তমানে ২৫ থেকে ৩০ টি পরিবারের বসবাস।

ওই পরিবারগুলি পানীয় জলের অভাব মেটানোর জন্য প্রায় ২০০ ফুট পাহাড়ের নিচ থেকে পাহাড় চুষা জল জমিয়ে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করছে।সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো সংগ্রহীত জল ও পরিস্থিতি। জলের সাথে মাটির পরিমাণ তুকু বেশি।আর এই জলই তারা বছরের পর বছর ধরে পান করে জলবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।শূন্য থেকে আশির সকলেই এই পরিস্রুত জল খাবার থেকে শুরু করে স্নানের কাজে ব্যবহার করতে হয়।বিগত সরকারের কাছে বারবার আবেদন-নিবেদন জানিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি তা ওই এলাকায় পা রাখলে বাস্তব চিত্র দেখা যাবে। তবে এখন দেখার বিষয় ওই এলাকায় পানীয় জল এর ব্যবস্থার জন্য বর্তমান সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।